www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

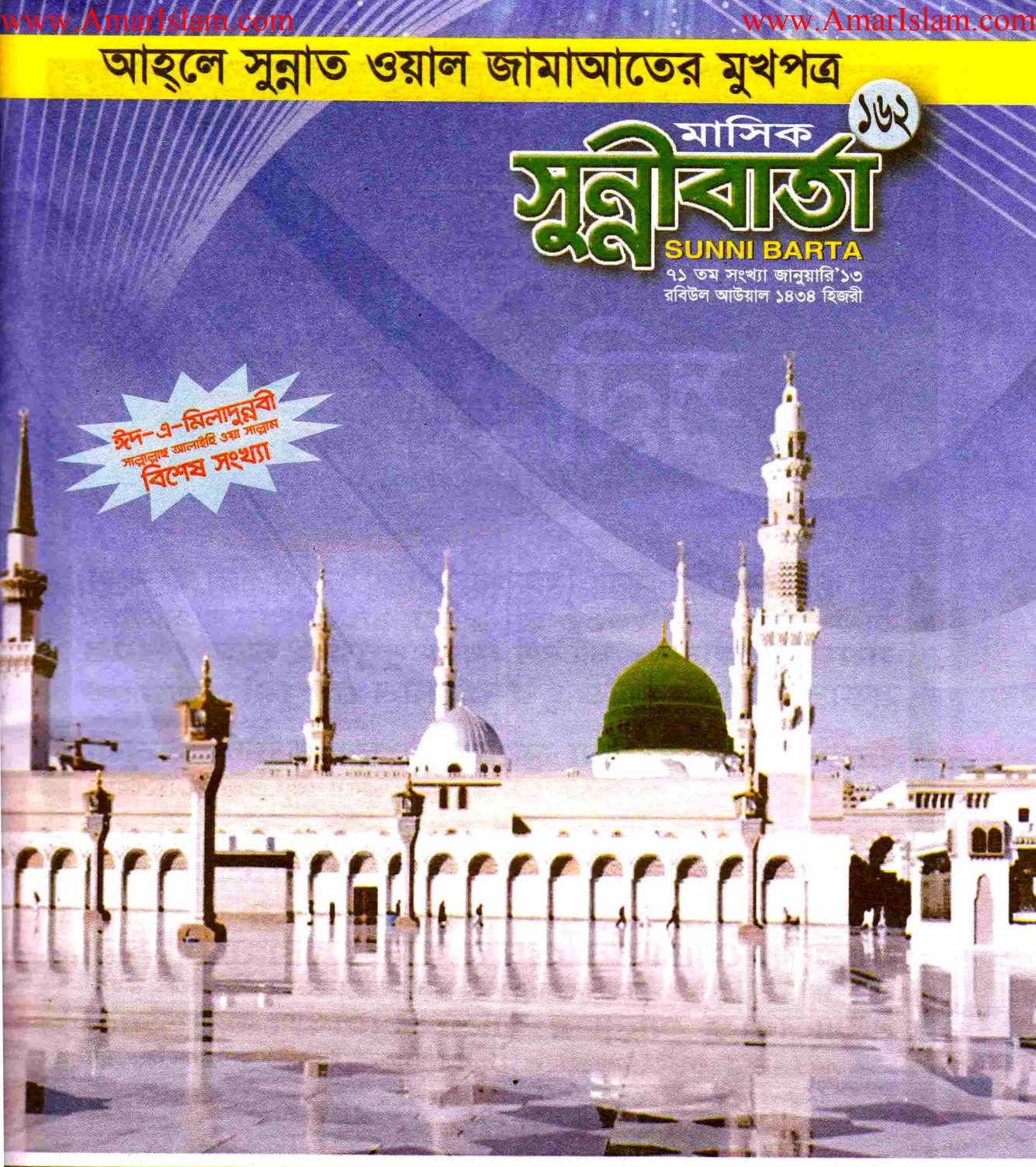

মাসিক ১৬২

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

৭১ তম সংখ্যা জানুয়ারি'১৩
রবিউল আউয়াল ১৪৩৪ হিজরী

ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বিশেষ সংখ্যা

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

Email: hafej.majlil@yahoo.com. Website : http:// Sunnibarta.wordpress.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

১২.০০ টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রা:)
এম.এম.এম.এ.বিসিএস

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
মোবাইল: ০১৮৪০-৫৫৬০৩৩

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল
প্রকাশনা সম্পাদক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৪০৪৭৬৬
মোহাম্মদ আবুল হাশেম
দপ্তর সম্পাদক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

নির্বাহী ও সার্কুলেশন সম্পাদক
মোহাম্মদ আব্দুর রব
অর্থ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
যুগ্ম-পরিচালক (অবঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা
মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
E-mail:sunnibarta11@yahoo.com

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা। মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ
- ড: আজিজুর রহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট
- পীরে তরীকত হাফেয মাওলানা আবদুল হামিদ আল-কাদেরী
- ডঃ জালাল আহম্মেদ
- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম.এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন

সহযোগিতায়
✡ কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
✡ আলহাজ্ব মাওলানা সেকান্দার হোসেন আল-কাদেরী
✡ এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী
✡ অধ্যক্ষ ড: এম.এম. আনোয়ার হোসাইন এ্যাডভোকেট
✡ ড: এ্যাভোকেট মাওঃ আব্দুল আউয়াল
✡ সৈয়দ মোস্তাক মিয়া ✡ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী দুলন
✡ এ্যাভোকেট জালাল ✡ আলহাজ্ব মোঃ জামাল মিয়া
✡ গোলাম কিবরিয়া ✡ মুহাম্মদ আবদুল মতিন
✡ মুহাম্মদ হাশেম ✡ ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম
✡ আবদুল আজিজ ✡ আলহাজ্ব আবদুল মালেক
✡ মোঃ হাবিবুর রহমান ✡ আবু তাহের ✡ আবু সাঈদ।
✡ মোঃ রফিকুল ইসলাম ✡ মোঃ বিল্লাল হোসাইন।

সৌজন্য হাদিয়া

বাংলাদেশ (প্রতি কপি)	১২ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য (বার্ষিক)	£ ১২.০০
যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক)	৳ ২৪.০০
সৌদীআরব (বার্ষিক)	S.R. ৪৮.০০
কুয়েত (বার্ষিক)	Dinar ১২.০০
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (বার্ষিক)	Euro ১৫.০০

প্রচারে ঃ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৩০০০ (তিন হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা, কোয়াটার পৃষ্ঠা-৭৫০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Website: http:// Sunnibarta.wordpress.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন -০৩

আক্বীদা ভ্রষ্ট ওহাবী-আহলে হাদীস ঃ জাতির জন্য হুমকি -১০

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি -১৪

বিবেকের কাঠগড়ায় বিশ্ব ইজতেমা -১৯

জশনে জুলুস ঃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা -২৭

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ২৫৯৩ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক ঃ বার্ষিক- 12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক ঃ (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 005012100105341
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

মোহাম্মদ আবদুর রব
মা নীড়, ১৩২/৩, আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৭২৭৫১০৭, মোবাইল: ০১৭২০ ৯০৬ ৯৯৬

সম্পাদকীয়

পবিত্র মাহে রবিউল আউয়াল সমাগত। সারা বিশ্বের নবী প্রেমিক মুসলমানরা পালন করেন ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বের করেন জশনে জুলুছ। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে জশনে জুলুছ (মিছিল) বের করা হয়। সর্বস্তরের মুসলমানরা এতে শরীক হন। শুধু বাকী রয়েছে সরকারীভাবে জুলুছ বের করা। পূর্ব যুগে (১১৯৩ খৃ: হতে) মিশরসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে জুলুছ বের করা হতো। পরবর্তী সময়ে যে কোন কারণে তা বন্ধ বা সীমিত হয়ে যায়। এখন আবার নূতন সাজে মহাসমারোহে পালিত হতে শুরু করেছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, মিশরসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জশনে জুলুছ পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে একমাত্র দেওবন্দী ওহাবী খারেজী সম্প্রদায় ছাড়া আর সবাই জশনে জুলুছ বা র‍্যালী বের করে। আঞ্জুমানে রহমানিয়া, আঞ্জুমানে আছাদিয়া, আঞ্জুমানে তরিকত, বিশ্ব জাকির মঞ্জিল, দেওয়ানবাগ, মাইজ ভান্ডারসহ সমস্ত দরবারই এখন জশনে জুলুছ মুখী। বাংলাদেশে জশনে জুলুছ বের করার পথিকৃত হলেন গাউসে জামান হযরত তৈয়্যব শাহ (রা:)। এই সংস্কার মূলক কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের দূর দূরান্ত অঞ্চল পর্যন্ত নবী প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং সুন্নীয়তের জোয়ার শুরু হয়েছে। একে বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা এখন আর কারো নেই। জনগণ মনে প্রাণে জশনে জুলুছ ও ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছে।

১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে- যেদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন- ঐদিন সারা বিশ্ব ছিল খুশীতে মাতোয়ারা। কিন্তু বেজার হয়েছিল শয়তান ইবলিছ। সে ঐদিন জাবালে আবু কোবায়ছে বসে মাথায় ধূলাবালি নিক্ষেপ করছিল- আর চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলেছিল- আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো। কেননা, শয়তানীর মূলোৎপাটনকারীর আগমন হয়েছে। তাই এখনও এক দল শয়তানের অনুসারী ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনে চিৎকার করতে থাকে- আর বলে- "এটা আবু লাহাবী ঈদ উৎসব"। (দেখুন শায়খুল হাদীসের রহমানী পয়গাম মাসিক পত্রিকা)। একমাত্র দেওবন্দী ওহাবীরাই ঈদে মিলাদুন্নবী বিরোধী। তারা শয়তানের অনুসারী। ঈদে মিলাদুন্নবীতে তাদের আকিদার উপরে এটি বিরাট আঘাত। ওহাবীদের মাথায় ভাজ পড়ে সেদিন। আল্লাহ আমাদেরকে ও সরকারকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ঈদে মিলাদুন্নবী ও জশনে জুলুছ পালনের তাওফীক দিন।

০৯ জানুয়ারি ২০১৩

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

জলিলুল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন

আল্লামা হাফেজ অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (র:)

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ط قل قتال فيه كبير ط وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ق واخراج اهله منه اكبر عند الله ج والفتنة اكبر من القتل ط ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ط ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فألئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرة ج واولئك اصحب النار ج هم فيها خلدون-

সরল অর্থ: ২১৭. তারা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করে সম্মানিত মাস সমূহে যুদ্ধ করা কেমন- বলে দিন এ মাস সমূহে যুদ্ধ করা ভীষণ পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, তাঁর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামে যেতে বাধা দেয়া আর সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর কাছে আরো বড় পাপ। আর ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যার চেয়েও মহাপাপ। আর তারা তো তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বদাই যুদ্ধ করতে থাকবে যাতে করে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে যদি তাদের সাধ্যে কুলায়। আর তোমাদের মধ্য হতে যারা আপন দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে- দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারাই হবে দোযখবাসী। তাতে তারা চিরদিন বাস করতে থাকবে।

পূর্ব আয়াতের সাথে ক্রমধারা:

পূর্ব আয়াতে ছিলো জেহাদ ফরয হওয়ার প্রসঙ্গ। বর্তমান আলোচ্য আয়াত হচ্ছে জেহাদের বিধি বিধান প্রসঙ্গে। কোন কোন মাসে জেহাদ করা যাবে এবং কোন কোন মাসে যাবে না তার বর্ণনা। বক্ষমান আয়াতে আরেকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। কাফেরগণ শুধু যুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং মুসলমানদের পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এমতাবস্থায় যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়- তাহলে তার অতীত আমল সব বরবাদ হয়ে যায় এবং কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায়।

শানে নুযুল:

দ্বিতীয় হিজরীতে জঙ্গে বদরের দুই মাস পূর্বে জুমাদাল আখের মাসে মক্কার কাফেরদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা:) কে৮ জন মোহাজির সঙ্গীসহ মক্কা প্রেরণ করেন। তাঁদের কাছে একটি ফরমাননামা লিখে মুখ বন্ধ করে বললেন দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর ফরমাননামাটি খুলে পড়বে এবং সে মতে কাজ করবে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা:) দু'দিন রাস্তা চলার পর পত্র খুললেন। তাতে লেখা ছিলো তোমরা বাতনে নাখলা নামক স্থানে গিয়ে কোরাঈশদের বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো লিখলেন তোমার ৮ জন সাক্ষী ইচ্ছা করলে তোমার সাথে যেতে পারে আর না যেতে চাইলে ফিরে আসবে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা:) পত্র পাঠ করে আপন সঙ্গীদের শুনালেন। তাঁরা সবাই যেতে রাজি হলো। যখন তাঁরা অগ্রসর হয়ে কোথা নামক মনজিলে পৌছলেন এবং বিশ্রামের জন্য নামলেন তখন সাথী হযরত ছাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ (রা:) এবং ওতবা ইবনে গায়ওয়ান (রা:)-এর উট হারিয়ে যায়। উট তালাশ করতে দু'জন এখানে রয়ে গেলেন এবং বাকি ছয়জন নিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা:) বাতনে নখলায় গিয়ে পৌছলেন। বাতনে নখলা হলো মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী খেজুর বাগান বেষ্টিত স্থান। এখানেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েববাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা:)-এর সাথে যে ছয়জন ছিলেন তাঁদের নাম হযরত ওকাশা, আবু হোজায়ফা, সোহায়েল, আমের,

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ওয়াকেদ, খালেদ ও ইবনে বুকাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। জমাদিউল আখের মাসের শেষ তারিখে তাঁরা যখন বাতনে নখলায় পৌঁছলেন তখন কোরাঈশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা ঐ পথ দিয়ে তায়েফ থেকে মালপত্র ক্রয় করে মক্কার দিকে যাচ্ছিলো। ঐ কাফেলায় ছিলো মক্কার বাসিন্দা আমর ইবনে হাদরামী, হাকাম ইবনে ফাইছান এবং নওফল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:)। এরা সাহাবী ৭ জনের কাফেলা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

এদিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা:) আপন সাথীদের সাথে পরামর্শ করে বললেন আজ চাঁদের শেষ দিন। সন্ধ্যা হলে রজবের চাঁদ উঠবে। এটা নিষিদ্ধ মাস। তাই দিনের মধ্যে অত্র কাফেলাকে আক্রমণ করতে হবে। এই বলে তাঁরা উক্ত বাণিজ্য বহরে হামলা করে বসলেন এবং কাফেলার আমর ইবনে হাদরামীকে হত্যা করে ফেললেন। বাকি দু'জনকে গ্রেফতার করে গণিমতের মালামালসহ মদীনায় ফিরে নবীজীর দরবারে হাজির হন। ঘটনাক্রমে প্রকৃতপক্ষে ঐ দিনটি ছিলো রজবের প্রথম তারিখ। অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসের প্রথম দিন। এতে আরবের মুশরিক ও কাফেরগণ হৈ চৈ শুরু করে দিল এবং বলতে লাগলো মুসলমানরা মাহে হারামকে ইজ্জত করে না।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশকে তিরস্কার করে বললেন আমি তোমাকে প্রেরণ করেছিলাম বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তুমি যুদ্ধ করলে কেন? ইবনে জাহাশ এতে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণিমতের মালও গ্রহণ করলেন না এবং বন্দি দু'জনের ব্যাপারেও কোন ফায়সালা দিলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা:) আরয করলেন- আমি জমাদিউল আখের চাঁদ মনে করেই হামলা করেছি। এটা আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করুন। তখনই অত্র আয়াত নাযিল করে আল্লাহ পাক বলে দিলেন "লোকদের এই হৈ চৈ মূলতঃ আপনার উপরই কতিপয় প্রশ্ন করার শামিল।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ যা করেছে ঠিকই করেছে। মক্কার কোরাইশরা আপনার বিরুদ্ধে সব সময়ই লাগা আছে। তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। এটা যুদ্ধাবস্থার শামিল। তারা যদি মাহে হারামে ঠাণ্ডাযুদ্ধ করতে পারে তাহলে আপনি পারবেন না কেন? অত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণিমতলব্ধ মাল মুসলমান গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং বন্দি দু'জনকে মুক্তি দিলেন। তন্মধ্যে একজন হাকাম ইবনে কায়ছান স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নওফেল ইবনে আব্দুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করলো না (তাফসীরে রুহুল বয়ান ও তাফসীরে দূররে মানসুর)। এটাই ইসলামের প্রথম খণ্ডযুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধবন্দী ও প্রথম গণিমতের মাল।

খোলাসা তাফসীর:

হে প্রিয় হাবীব! আরবের কাফেররা মাহে হারামে যুদ্ধ করা সম্পর্কে আপনার কাছে প্রতিবাদ স্বরূপ প্রশ্ন ছুড়ে মারছে অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা:) ও তাঁর সঙ্গীরা ভুলবশতঃ মাহে হারামে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জানতে চাইছে। এটা কি বৈধ না অবৈধ। আপনি বলে দিন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় মাহে হারামে (রজব, যিলক্বদ, যিলহজ্ব ও মুহররম) যুদ্ধ করা অবশ্যই হারাম এবং জঘন্য অপরাধ। কিন্তু যখন উক্ত মাস সমূহে শত্রু পক্ষ হতে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে তাহলে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করা জায়েয। এই জওয়াবটি ঘোষণা করার জন্য নবীজীকে নির্দেশ দিলেন। ঘোষণা হলো আল্লাহর কিন্তু ঘোষক হলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা তিনি আল্লাহর মুখপাত্র। এতে আল্লাহ পাক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের পক্ষে জওয়াব দিচ্ছেন। এখন আল্লাহ পাক কাফের মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলছেন তারা তো দোষে দোষী। প্রথমতঃ তারা ইসলাম গ্রহণের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা আল্লাহকে স্বীকারই করে না। তৃতীয়তঃ তারা মসজিদে হারামে আমার নবী এবং মুসলমানদের

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

নামায আদায় করতে দিচ্ছে না। চতুর্থতঃ তারা জোর করে মক্কাবাসী মুসলমানকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করছে। এগুলো কি অপরাধ নয়? এগুলোই তো বড় ধরনের জঘন্য অপরাধ। সুতরাং এমন অপরাধীদের হত্যা করা অবৈধ হয়নি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা:) যা করেছে ঠিকই করেছে। তারা মাহে হারামে এতসব জঘন্য অপরাধ করে যাবে আর মুসলমানরা মাসের সম্মানে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে তা হতে পারে না। কাফেরদের এই ফেতনা যুদ্ধ হতেও জঘন্য অপরাধ। মুসলমানরা করতে বাধ্য হয়েছে। তোমরা যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করেছো। সুতরাং তোমাদের উস্কানীমূলক কাজগুলোই হচ্ছে মূলত অপরাধ। এগুলো সন্ত্রাসী কাজ। তারা মুসলমানদের জান ও ঈমানের শত্রু। শত্রুকে ছাড় দেয়া ঠিক নয়।

অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ পাক বলেছেন মক্কার কাফেররা সর্বদা তোমাদেরকে দ্বীন হতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যুদ্ধাবস্থা চালু রাখতে তাদের এই প্রচেষ্টা কোনোদিন বন্ধ হবে না। এখন তোমাদের উচিত সদা সতর্ক থাকবে এবং তাদের থেকে বাঁচার জন্য আমার নবীর আশ্রয়ে থাকবে। তাহলে তারা তোমাদের ঈমান হরণ করতে পারবে না। তদ্রূপ নবীর আহলে বাইত এবং অলি গাউসদের পাহারায় থাকলেও জ্বিন, শয়তান ও মানুষ শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবার ইসলাম ত্যাগ করে কাফের হয়ে যাওয়ার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক মুসলমানদের সাবধান করে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় অথবা মুসলমানী নাম ঠিক রেখে যদি কেউ কুফরী আক্বিদা পোষণ করে যেমন- কাদিয়ানী, মউদুদী, ওহাবী ইত্যাদি এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার যাবতীয় পূর্ব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। দুনিয়াতে সে কাফেরতুল্য শাস্তির উপযুক্ত হবে এবং পরকালে চিরদিন জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে। তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার সম্পদ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা মুসলমানদের জন্য হারাম হবে এবং মৃত্যুর পর তার জানাযা দেয়া যাবে না। মুসলমানদের কবরস্থানে মুরতাদ ব্যক্তিকে মাটি দেয়া যাবে না। তার জন্য দোয়া করা ঈছালে সাওয়াব করা হারাম হবে, পরকালে সে কাফেরদের চেয়েও জঘন্য অবস্থায় দোযখবাসী হবে।

শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর দরবারে এত প্রিয় ছিলেন যে, তাদের কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুললে তা জবাব দিতেন আল্লাহ তায়ালা নিজে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের ঘটনা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকার চরিত্রগত তোহমতের ঘটনা, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:)- এর বিশ্বস্ত ঈমানের উপর শত্রুদের সমালোচনা, সাহাবায়ে কেরামের অকাতরে দান সদকার বিরুদ্ধে সমালোচনা ইত্যাদির কোরআনী জবাব তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অপরদিকে মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত হলো তাদের ক্ষমা করা হবে না।

২. সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা আল্লাহ তায়ালার কাছে খুবই অপছন্দনীয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-ই একমাত্র দল যারা কোন সাহাবীর সমালোচনা করে না।

৩. সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কেউ সমালোচনা করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের শত দোষ প্রচার ও প্রকাশ করেন। এক ওলীদ নবীজীর সমালোচনা করায় আল্লাহ তায়ালা তার দশটি গোপনীয় দোষ উল্লেখ করেছেন। এমনকি তাকে জারজ সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। অত্র আয়াতে কোরাঈশরা হযরত আব্দুল্লাহর একটি দোষ ধরেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাদের ৪টি দোষ বর্ণনা করে দিলেন।

৪. বদ নিয়তে ও অসৎ উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হারাম।

৫. অসতর্ক ভুলত্রুটি সম্পূর্ণ ক্ষমার যোগ্য। হযরত আব্দুল্লাহ (রা:) অসাবধাণতা বশতঃ রজব মাসে যুদ্ধ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা শুধু তা ক্ষমা করেননি বরং তাঁর পক্ষে অনেক সাফাই সাক্ষ্য দিয়েছিলো।

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

৬. পরের ত্রুটি বলার পূর্বে নিজের ত্রুটি আগে দেখতে হবে। নিজের ত্রুটি থাকলে পরের ত্রুটি ধরলে নিজেই ফেঁসে যায়।

৭. কাফেররা কোন দিনই মুসলমানকে বন্ধু মনে করে না। মুসলমানদের ঈমানই হলো দুশমনির একমাত্র কারণ। সুতরাং কাফেরদের কোনদিন খুশি করা যাবে না। তোয়াক্কা করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই করবে।

৮. মাসআলা: নিষিদ্ধ চার মাসে যুদ্ধ না করার নির্দেশ এখন মানসুখ হয়ে গেছে। যে কোন মাসে মুসলমানরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। আল্লাহ পাক বলেন "যেখানে এবং যখনই মুশরিক পাবে- তাদের কতল করবে।" কারণ মাহে হারামের একতরফা ইহতিরাম হতে পারে না।

৯. মাসআলা: নাহক্ব যুদ্ধ করা হারাম ও ফিতনা এবং যুলুমের শামিল। হক্বের জন্য যুদ্ধ করা জায়েয। এটা ফিতনা নয়। গঠনমূলক কাজ ফিতনা হতে পারে না।

কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব:

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, মাহে হারামে যুদ্ধ করা কবিরা গুনাহ। কবিরা গুনাহকারী ফাসিক। সুতরাং সাহাবীও ফাসেক হতে পারে। কিন্তু তোমরা হানাফী মাযহাবের লোকেরা বলছো সাহাবীগণ আদেল। ফাসেক তো আদেল হতে পারে না? (রাফেজী শিয়া)।

উত্তর: ভুলক্রমে গুনাহ করলে ফাসেক হয় না। আল্লাহ পাক যাকে সমর্থন করেন তিনি ফাসেক হন কিভাবে? সাহাবীগণের সমালোচনাকে হারাম বলেছেন। নবীজী কি হারাম কাজ সমর্থন করতে পারেন? তোমরা শিয়ারা নবীজীর কথায় বিশ্বাসী নও। সুতরাং তোমরাই বড় পাপী ও কাফের। রোযা অবস্থায় ভুলে পানাহার করা গুনাহ নয়। কিন্তু ইচ্ছা করে জেনে শুনে খাওয়া হারাম। একই কাজ কোন অবস্থায় হালাল আবার কোন অবস্থায় হারাম। যারা সর্বাবস্থায় হারাম বলে তারাই হারামী।

এখানে কিছু তথ্য জেনে রাখা ভাল। ফাসেক ঐ ব্যক্তি যে কবিরা গুনাহ করে তাওবা করে না। তাওবা করলে ফাসেক থাকে না। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন মুত্তাকী। তাঁরা ছিলেন মাহফুয। নবীগণ ছিলেন মাসুম বা বে-গুনাহ।

ঐ ব্যক্তি যে কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করেন। হযরত আসলামী (রা:) যিনার অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে এসে সত্য কথা বলে ছঙ্গেছার-এর শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং পাক পবিত্র হয়ে গিয়েছিলে। তিনি ছিলেন মুক্তাদীদের সরদার।

মাহফুয ঐ ব্যক্তি- যিনি কবিরা গুনাহ করেননি- যেমন অনেক অলি ও আশেক সাহাবী।

সিক্বা ও আদেল ঐ ব্যক্তি- যিনি গুনাহ করে তার উপর স্থির থাকেন না- সাথে সাথে তাওবা করেন। যেমন কিছু সাহাবা।

মাহফুয হলেন ঐ মহামানব- যারা গুনাহ করতে পারেন না। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম। এই পার্থক্য না জানার কারণে মউদুদী ও অন্যান্য বাতিলপন্থীরা নবীগণকে মা'সুম মনে করে না এবং সাহাবীগণকে মুত্তাকী সিক্বা ও আদেল মানে না। তারা একেবারেই ভ্রান্ত ও গোমরাহ।

প্রশ্ন: অত্র আয়াতে কাফেরদের অভিযোগ খণ্ডন না করে তাদের উপর চারটি দোষ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে তো সাহাবী আব্দুল্লাহর দোষ খণ্ডন হলো না (আর্য সমাজ)।

উত্তর: সাহাবীর গুনাহের কথা স্বীকার করে তা ক্ষমার বলা হয়েছে। আপনারা বুঝতে পারেন নি। তবে ঐ গুনাহ ছিলো-না জানার কারণে। সুতরাং তা ক্ষমার যোগ্য বলা হয়েছে। তারপর কাফেরদের এবং ক্ষমার দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা ছিলো তাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ এবং ক্ষমার অযোগ্য। যারা নিজেরাই অপরাধী তারা !!

প্রশ্ন: অত্র আয়াতে বুঝা যাচ্ছে যারা মুসলমান হওয়ার পর কাফের হয়ে যায় তারা মুরতাদ। তাহলে যারা জন্ম সূত্রে রাফেজী, শিয়া ও কাদিয়ানী

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

তারা কাফের নয়- কেননা তারা তো মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। তারা মুরতাদ হবে কি করে?

উত্তরঃ রাফেজী ও কাদেয়ানীদের সন্তানরা মক্তবে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। সাবালেগ হওয়ার পর পুনরায় মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং তারা প্রথমে কলেমা সূত্রে মুসলমান হিসেবে গণ্য। পরে কুফরী আক্বিদার কারণে কাফের।

প্রশ্নঃ সুন্নীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইসলামী আক্বিদা অস্বীকার করলে কাফের হয়। অথচ, হাদীসে আছে যে ব্যক্তি লা-ইলাহা বলে বা পড়বে- সে জান্নাতী। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন আহলে ক্বিবলাকে কাফের বলো না। তদুপরি ওলামায়ে কেরাম বলেছেন- যার মধ্যে নিরানব্বইটি কুফরী এবং একটি মাত্র ঈমান পাওয়া যাবে- তাকেও কাফের বলা যাবে না। অথচ তোমরা বলছো একটি কুফরী পাওয়া গেলেই কাফের?

উত্তরঃ "কলেমা শরীফ বিশ্বাস করলে জান্নাতী" এই হাদীসখানা হলো মুশরিক ও কাফেরদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা তৌহিদে বিশ্বাসী নয়। তারা শুধু কলেমা শরীফ বিশ্বাস করলেই মুসলমান বলে গণ্য হবে। কিন্তু যেসব মুসলমান অন্য কুফরী করে তাদের বেলায় এই কথা প্রযোজ্য নয়। তাদের জন্য রয়েছে ঐ হাদীস যা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি দল বের হবে যাদের নামায রোযা অতি উত্তম, ক্বেরাত খুবই সুন্দর অথচ তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে- যেভাবে তীর শিকারকে ভেদ করে বের হয়ে যায়। তিনি আরো এরশাদ করেছেন আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল ছাড়া সব দল জাহান্নামী হবে। সুতরাং তোমাদের দলীলস্বরূপ হাদীস মানা মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কাফেরদের বেলায় হাদীস ভিন্ন এবং মুসলমান হওয়ার পর কুফরী আক্বিদা পোষন করার হাদীস ভিন্ন। এক হাদীস সবার বেলায় ব্যবহার করা মূর্খতার পরিচায়ক। তদুপরি তোমাদের হাদীসখানা হলো প্রথম যুগের, আর আমাদের হাদীসখানা হলো শেষ যুগের। তোমাদের হাদীস খানা হলো হিজরতের পূর্বের আর আমাদের হাদীস খানা হলো হিজরতের পরের। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

"যারা কলেমা পড়ার পর আমাদের মতো নামায পড়বে, আমাদের মতো জবেহ করবে এবং খাতে তারাই মুসলমান বলে গণ্য হবে এবং তারাই আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। সুতরাং এটা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীস। তৃতীয় এবং ফাইনাল হাদীস হলো ৭৩ ফেরকার মধ্যে ৭২ ফেরকা জাহান্নামী, সুতরাং শুধু কলেমা পড়লেই জান্নাতী হবে না, অন্যান্য আক্বিদাও মানতে হবে। অনেকেই এসব কথা জানে না ও বুঝে না। তাই এক হাদীস সব জায়গায় ব্যবহার করে। তারা হাদীসের অপব্যবহারকারী। শুধু তৌহিদ মানা যদি ঈমান হতো তাহলে শয়তান হতো এক নম্বরের ঈমানদার। সে খোদাকে মানতো কিন্তু নবীকে মানতো না। ইয়াহুদী খৃষ্টান আর্য হিন্দুরা তৌহিদ মানে কিন্তু রিসালাত মানে না। তাই কাফের। ফিকাহর কিতাবে আহলে ক্বিবলা বলা হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে যে সমস্ত ইসলামী আক্বিদায় বিশ্বাস। শুধু নামাযীকে আহলে ক্বিবলা বলা হয়নি। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ছিলেন তাবেয়ী। আহলে ক্বিবলা বলতে যারা যাবতীয় ইসলামী আক্বিদায় বিশ্বাসী। সুতরাং ইমাম আবু হানিফার আহলে ক্বিবলার সংজ্ঞা বুঝতে হলে ঐ যুগের পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ফিকাহের পরিভাষা বুঝার মতো লোক কয়জন আছে? তাই বর্তমানে ফিকাহের ইমারত নিয়ে বিভিন্ন মতামত দেখা দিয়েছে। রাসুমুল মুফতী নীতিমালা অনেক মুফতীই জানেন না। তাই তাদের ফতোয়া উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। ফিকাহ বিশারদদের কাছ থেকেই ফতোয়া নিতে হয়। একশতের মধ্যে ৯৯টি কুফর ও একটি ঈমানের প্রসঙ্গটির অর্থ অনেকেই বুঝেন না। এর সারমর্ম হলো একটি বিষয়ে একশত ব্যাখ্যা হলে ৯৯টি যদি কুফরী হয় এবং একটি মাত্র ব্যাখ্যা ঈমানী হয় তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। অর্থাৎ সামান্য ঈমানের প্রমাণও যদি পাওয়া যায় তাহলে তাকে রক্ষা করতে হবে। যখন কোনমতেই

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ঈমানের পক্ষে সামান্য প্রমাণও পাওয়া যাবে না তখনই কেবল কাফের বলা যাবে। এটাই ফিকাহ বিশারদগণের ব্যাখ্যা। কিন্তু কিছু জাহেল পীর ও জাহেল লোক বলে বেড়ায়-যার মধ্যে ৯৯টি কুফরী ও একটি ঈমান পাওয়া যাবে তাকেও কাফের বলা যাবে না। কত বড় জাহেলী কথা। যেখানে একটি কুফরী করলে কাফের হয় সেখানে কি করে ৯৯টি কুফরী আক্বিদা পোষণকারীকে মুমিন বলা যাবে? তাদের মতে এক মণের মধ্যে ৯৯ ভাগ পেশাব হলেও তাকে দুধ বলতে হবে। নাউযুবিল্লাহ

প্রশ্ন: অত্র আয়াতে বলা হয়েছে মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যু হলে সে চির জাহান্নামী হবে। অথচ হানাফী মুসলমানগণ বলেন, রিদ্দার একটি আমল পাওয়া গেলেই তাকে মুরতাদ বলে গণ্য করতে হবে এবং তার অতীত নেক আমল বাতিল হয়ে যাবে (শাফেয়ী)।

উত্তর: হানাফীরা দুটি কথা বলেন। মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথে অতীতের আমল বাতিল ও কাফেরে পরিণত হয়। আর ঐ অবস্থায় মারা গেলে চির জাহান্নামী হয়। মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথে চির জাহান্নামী বলা যাবে না কাফের বলা যাবে। তাওবা করে সংশোধন হলে জাহান্নামী হবে না।

আল্লাহ পাক এ কথাই এরশাদ করেছেন- "ঈমান ত্যাগ করে কাফের হওয়ার সাথে সাথে তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়।"

প্রশ্ন: কাদিয়ানীরা বলে- প্রত্যেকেরই ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। সুতরাং মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে কতল করা ওয়াজিব হবে কেন?

উত্তর: কতল করা এজন্য ওয়াজিব হবে যে, তা না হলে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এরা মানুষের সম্পদ ডাকাতি করে কিন্তু বাতিল পন্থীরা ঈমান হরণ করে। তাই তাদেরও কতল করতে হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম সবার ঐকমত্য হলো মুরতাদের শাস্তি কতল। শরীরে পচা অংশ না কাটলে সবার শরীরে পচন ধরে। বনী ইসরাঈল মুসলমান হওয়ার পর গো-বৎস পূজা করায় তাদের কতল করা হয়েছিলো।

প্রশ্ন: সাহাবীদেরও মুরতাদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- বলা হয়েছে "হে সাহাবীগণ! তোমাদের মধ্যে যারা মুরতাদ হবে।" তাই নবীজীর ইনতিকালের পর আহলে বাইত ও ক'জন সাহাবী ছাড়া বাকি সবাই মুরতাদ হয়ে গেছে (রাফেজী শিয়া)।

উত্তর: তোমাদের দলীল অনুযায়ী তো আহলে বাইতও নিরাপদ থাকে না। কেননা, উক্ত আয়াতের সাহাবী এবং আহলে বাইত সবাইকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। তাহলে আহলে বাইতেরও তো মুরতাদ হওয়ার সম্ভাবনা বুঝা যায়। নাউযুবিল্লাহ! তোমরা রাফেজীরা কি তাতে রাজি হবে? প্রকৃত ব্যাপার হলো উক্ত আয়াত দ্বারা সমস্ত সাহাবীকে বুঝানো হয়নি বরং তোমাদের দলের মধ্য হতে কিছু লোক মুরতাদ হবে। সেই কিছু লোক প্রকৃত সাহাবী ছিলো না ছিলো সাহাবীদের দলে। দলে থাকা একথা- আর দলভূক্ত হওয়া অন্য কথা। ওরা ছিলো গুপ্ত মুনাফিক। শেষ কথা হলো মুরতাদ হওয়ার ঘটনা পরের। সাহাবায়ে কেরামগণের সময়ে যারা মুরতাদ হয়েছিলো তারা মদীনার বাইরের বণী তামীমের লোক যেখান থেকে খারেজী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

ان الذين امنوا والذين هاجروا وجهدوا فى سبيل الله ۙ
اولئك يرجون رحمت الله ط والله غفور رحيم-

সরল অর্থ: ২১৮. "নিশ্চয়ই যারা ঈমানে স্থির রয়েছে এবং হিজরত করেছে ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে শরিক হয়েছে। তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়।"

বর্ণনার ক্রমধারা:

পূর্ব আয়াতে উল্লেখ ছিলো ইসলাম ত্যাগ করার শাস্তি, বর্তমান আয়াতে বর্ণনা হচ্ছে ঈমানে স্থির থাকা, হিজরত করা ও জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কারের কথা। পূর্ব আয়াতে বলা হয়েছিলো মুরতাদ- মুরতাদ হলে অতীতের সব আমল বরবাদ। বর্তমান আয়াতে বলা হচ্ছে ঈমানে অটল থাকলে অতীতের গুনাহ মাফ। পূর্ব আয়াতে বর্ণনা ছিলো মাহে হারামে ভুলে যুদ্ধ করা গুনাহ নয়। বর্তমান আয়াতে বলা হয়েছে- জেহাদে সাওয়াব আছে।

শানে নুযুল:

হযরত আব্দুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীরা রজবের প্রথম তারিখে ভুলে যুদ্ধ করায় আল্লাহ তায়ালা এই ভুল

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ক্ষমা করেছেন। কিন্তু ঐ জেহাদে কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না বলে কতেক লোকের ধারণা ছিলো। আল্লাহ পাক তাদের ধারণা খণ্ডন করে অত্র আয়াত নাযিল করেন (খাযাইনুল ইরফান)। তাফসীরে কবির এবং রূহুল বয়ানে উল্লেখ আছে স্বয়ং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা:) তাঁর ভুল ক্ষমা করার ঘোষণা শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তো মেহেরবাণী করে আমাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করলেন। আমরা কি কিছু সাওয়াবের আশা করতে পারে ঐ জেহাদের বিনিময়ে? তখন আল্লাহ পাক বললেন যারা জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশি আমি তাঁদের প্রতি রাহীম করুণাময়।

খোলাসা তাফসীর:

হে ঈমানদার মুসলমানগণ! তোমরা তো মুরতাদদের পরিণতি শুনেছো। এবার শুন যারা ঈমানে অটল থাকবে, হিজরত করবে, জেহাদ করবে- তাদের শুভ পরিণতির কথা। তোমরা মনে করো না আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের এই জেহাদ বে-ফায়দা বরং জেনে রাখো তাঁর মতো যারা আপন ঈমানে অটল ও স্থির রয়েছে, তারপর বাড়িঘর ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছে এবং মক্কায় এসে শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করেছে এবং আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করেছে। আল্লাহর শান ও নয় যে তাকে নিরাশ করবে। আল্লাহর শান হলো অপরাধের ক্ষমা করা এবং রহমত প্রত্যাশীদের রহমত দান করা। সুতরাং আব্দুল্লাহর প্রত্যাশা অবশ্যই পূরণ হবে এবং সে স্থায়ী রহমত পাবে পরকালে।

শিক্ষণীয় বিষয়:

১. একদিকে ভয়- অন্যদিকে আশা, একদিকে গুনাহের ভয়, অন্যদিকে মাগফিরাতের আশা- এ দু'য়ের সমন্বয়ের নাম হলো ঈমান। একদিকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে হবে- অন্যদিকে তাঁর করুণারও আশা করতে হবে। এর নাম হলো পূর্ণাঙ্গ ঈমান।

২. আমলের প্রতিদান দেয়া আল্লাহর জন্য বাধ্যতামূলক নয় বরং দয়ার উপর নির্ভরশীল। আমি আমল করেছি সুতরাং প্রতিদান অবশ্যই পাবো এরূপ দাবি করা ভুল।

৩. ভয়ের চেয়ে আশা উত্তম। ভয়ে পলায়ন করে কিন্তু আশায় সামনে আসে। সুতরাং আল্লাহর থেকে পলায়ন করার চেয়ে তাঁর কাছে ঘেঁষা অনেক উত্তম।

৪. ঈমান আমল দুরস্ত করে রহমতের আশা ঘোষণা করতে হবে।

৫. গুনাহগারদের জন্য গফুর গাফ্ফার নাম হয়েছে আল্লাহর। সুতরাং গুনাহগাররা যেন নিরাশ না হয়। তবে গুনাহ খণ্ডনের ব্যবস্থা করতে হবে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

৬. অসতর্ক ভুল ক্ষমার যোগ্য এবং সাওয়াবের আশা করা যায়।

৭. মানুষের গুনাহ যদি পাহাড় পরিমাণ হয় তাহলে খোদার রহমত পর্বত সমান। গুনাহ যদি নদীর সমান হয় তাহলে রহমতের পরিমাণ হলো সাগরের সমান।

৮. সাহাবীদের পরস্পর মতবিরোধ বা যুদ্ধ বিগ্রহ শত্রুতাবশতঃ ছিলো না। ইসলামী ব্যাখ্যায় তারা কেউ ভুল করেছিলেন। এটাকে খাতায়ে ইজিতিহাদী বলা হয়। এটা ক্ষমার যোগ্য। সুতরাং তাঁদের এই বিরোধকে কেন্দ্র করে কেউ যে বিভ্রান্ত না হয় এবং বেয়াদবী যেন না করে।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পথে

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগদিন

বাংলাদেশ যুবসেনা
BANGLADESH JUBOSENA

যোগাযোগ :
মোহাম্মদ ফারিজুল বারী
০১৯২১৩০৮০৫৯
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ
০১৯১১৯৬৪২৮৬
মোহাম্মদ আজিম চৌধুরী
০১৬১৬৫৫৫৬৬৪

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আক্বীদা ভ্রষ্ট ওহাবী-আহলে হাদীস ঃ জাতির জন্য হুমকি

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে রয়েছে সৃষ্টির কল্যাণের যাবতীয় শিক্ষা। মানুষের ইহ ও পারলৌকিক সাফল্য শান্তির যাবতীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে এ পুত-পবিত্র ধর্মে। ইসলামের নবী মুহাম্মদ রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসা সাল্লাম ইসলামের প্রকৃত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে সতর্কও করে দিয়েছেন এ আদর্শ থেকে বিচ্যুতদের বিভিন্ন অপকর্ম সম্পর্কে। সিহাহ'র এক বিশুদ্ধ হাদীসে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন- "বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছিল, কিন্তু আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে।" তন্মধ্যে তিনি একটি মাত্র দলকে সঠিক নাজাতপ্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীস ও আক্বাঈদ বিশারদগণ এই হাদীস শরীফকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাতে এ কথাই সুস্পষ্ট হয় যে, ওই সঠিক নাজাতপ্রাপ্ত দলটি হচ্ছে 'আহলে সুন্নাত' বা 'সুন্নী জামা'আত'। ওই সুন্নী জামা'আতের বাইরে অবশিষ্ট বাহাত্তর দলের কয়েকটা দল হচ্ছে ওহাবী ও আহলে হাদীস ইত্যাদি। 'ওহাবী' হচ্ছে- সৌদি আরবের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারী দল, আর তারই আরেক অনুসারী দল হচ্ছে 'আহলে হাদীস'।

এ শেষোক্ত দলটিও ইবনে আব্দুল ওহাবের অনুসারী। তাও এ জন্য যে, মূলতঃ ইবনে আব্দুল ছিল 'লা-মাযহাবী' (মাযহাবের ইমামদের অমান্যকারী, ভ্রান্ত মতবাদী)। ওহাবী মতবাদ প্রচারের সূচনালগ্নে ইবনে আব্দুল ওহাবের ইঙ্গিতে তার অনুসারী ও প্রচারকরা হাম্বলী, শাফে'ঈ ইত্যাদি মাযহাবের অনুসারী বলে নিজেদের পরিচয় দিলেও আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে নিজেদের অবস্থানকে মজবুত করে নেয়ার পর তারা তার আসল পরিচয় 'লা-মাযহাবী' বলে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করতো; পররর্তীতে নিজেদেরকে 'সালাফী' বলে পরিচয় দিতে থাকে এবং মাযহাব বিরোধী প্রচারণাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা নিজেদেরকে সরাসরি 'ওহাবী' পরিচয় দিতে মাযহাবের বিরুদ্ধে কথা বলতে মোটেই দ্বিধাবোধ করছে না।

আর সৌদিয়ার বাইরে বিশেষ করে, পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে ওই ওহাবীদের একটি দল 'মাযহাব নয়, হাদীসই যথেষ্ট' স্লোগান নিয়ে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে পরিচয় দিতে থাকে; আর মাযহাব বিরোধী অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে 'আহলে হাদীস' নামে সংগঠনও প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের 'আহলে হাদীস'রা প্রাথমিক পর্যায়ে নিছক আক্বীদা ভিত্তিক সম্প্রদায় হিসেবে সীমিত থাকলেও বর্তমানে তারা এ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাদের এ অর্থ ও পরিকল্পনা সংগ্রহ ও আমদানীর জন্য সম্প্রতি গ্রেফতারকৃত ড. গালিবের আরবের বিভিন্ন ধনাঢ্য রাষ্ট্রে অবস্থিত আস্তানার কথাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দেশের মধ্যে তাদের বিভিন্ন ঘাঁটি, ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড আজ দেশবাসীর নিকট অস্পষ্ট নয়।

যাক, 'ওহাবী' নামের সম্প্রদায়টিও তাদের কর্মতৎপরতাকে এখন তাদের আক্বীদা ভিত্তিক অবস্থানের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখেনি। দেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এখন তারা দেশের শাসন ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছে। বলাবাহুল্য, আরব বিশ্বের ওহাবী ধনাঢ্য দেশ ও ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তারা নিছক ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছে ও করছে। তারা দেশে তাদের ভাবধারার বহু (ওহাবী) মাদরাসা সরকারী শিক্ষা বোর্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন র'য়ে এগুলোতে ভারতের দেওবন্দী ও সৌদিয়ার ওহাবী ভাবধারায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

দেয়া হচ্ছে এগুলোতে বেশ কয়েক যুগ থেকে। ইসলামী অঙ্গনে নিছক সংখ্যালঘু এ সম্প্রদায়টি বিভিন্ন সুপরিকল্পিত পন্থায় আজ এক মারাত্মক পর্যায়ে ও অবস্থানে পৌঁছেছে এবং ক্রমশঃ দেশ ও জাতির জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ওহাবীরা তাদের অবস্থানকে দৃঢ়তর করার জন্য দু'ধরণের পলিসি অবলম্বন করেছে- ১. ধর্মীয় ও ২. রাজনৈতিক। তারা আক্বীদা ও আমলগতভাবে 'ওহাবী' (সৌদিয়্যার ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারী) ও ভারতের দেওবন্দী ওহাবীদের ভাবশিষ্য; কিন্তু তাদের প্রচারণা, কথাবার্তা ও কর্মপন্থার নামকরণে তারা ওহাবী বা দেওবন্দীর নাম-গন্ধও প্রকাশ করে না। তাদের মাদ্‌রাসাগুলোর নামে 'ইসলামী' ও 'আরবী' ইত্যাদি থাকে অনিবার্যভাবে। টঙ্গীতে বার্ষিক বিরাট 'তাবলীগী জামায়েত'কে 'ওহাবী সম্মেলন' নাম না দিয়ে সেটাকেও ইসলামের নামে চালিয়ে দিচ্ছে।

গোটা উপমহাদেশে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, বাংলাদেশের আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী, আল্লামা গাযী সৈয়দ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরে বাংলা, আল্লামা আবিদ শাহ মাজাদ্দেদী আলাইহিমুর রহমাহ এবং সুন্নী ওলামা মাশাইখ শুরু থেকেই ওই ওহাবীয়াতকে চ্যালেঞ্জ করে এসেছেন। আরব বিশ্বে এবং বিশ্বের অন্য দেশগুলোতেও সুন্নী ওলামা মাশাইখ ওহাবীয়াতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টাও করেন, ওয়াজ বক্তৃতা লেখনী চালিয়ে যান এবং সুন্নী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সৌদিয়া ও আরবের অন্য রাষ্ট্রগুলোতে প্রকৃত সুন্নী ওলামা-মাশাইখের কণ্ঠকে একেবারে রোধ করে দেয়া হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে। বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশে সুন্নী মুসলমানদের ওহাবী বিরোধী প্রচারণাও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে জোরদার করা হচ্ছে না।

এ উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মোট কথা, সুন্নী মুসলিম সাধারণ, ওলামা-মাশাইখ . ও সংস্থাগুলোর দুঃখজনক নীরবতা, আত্মঘাতী অনৈক্য ও প্রচারণার আশঙ্কাজনক দৈন্যতা ইত্যাদি অনিবার্য কারণে একদিকে সুন্নী মতাদর্শের তৎপরতা দেশের কয়েকটা খাঁটি সুন্নী মাদরাসা এবং কতিপয় খাঁটি আক্বীদাভিত্তিক খানকাহ সংগঠনের সীমিত কর্মসূচীতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে ওহাবী মতবাদী সংস্থা-সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও পরিকল্পিত তৎপরতা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ফলে এখন দেশের মানুষ দাঁড়ি-টুপিওয়ালা দেখতেই মনে করছে যে, ওরা সবাই ওই ওহাবী বা আহলে হাদীস কিংবা ওহাবী আক্বীদাপন্থী। অথচ প্রকৃত সুন্নী মুসলমানদের সাথে এসব সম্প্রদায়ের রয়েছে বিরাট ব্যবধান। এ ব্যবধান ও বিরোধ হচ্ছে মৌলিক এবং তা দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে।

আরো দুঃখজনক সত্য যে, এ ওহাবীরা তাদের মাদরাসাগুলো থেকে 'দাওরা-ই হাদীস'র যে সর্বোচ্চ সনদ প্রদান করে তা সরকারীভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতম সনদের সমপর্যায়েরও নয়। কিন্তু এখন তারা সরকার অনুমোদিত কিছু সংখ্যক মাদরাসার অসাধু পরিচালকের সহায়তায় বিভিন্ন অসদুপায় অবলম্বন করে ওই সব মাদরাসা থেকে সার্টিফিকেট লাভ করে বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসা এবং সরকারী, আধা সরকারী অঙ্গনে ঢুকে পড়েছে।

আর রাজনৈতিক অঙ্গনেও ওহাবীরা এখন অনায়াসে বিচরণ করছে। তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে 'নেজামে ইসলাম' গঠন করে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী মোর্চায় কাজ করেছে। আর স্বাধীনতাত্তোর কালে নিষিদ্ধ 'জামায়াতে ইসলামী'র বিকল্প দল 'আই.ডি.এল'র প্রতিষ্ঠাতাও ছিল এক কট্টর ওহাবী। এরপর ওহাবী নেতা 'হাফেজ্জী' করলেন রাজনৈতিক দল। 'ইসলামী ঐক্যজোট' এর এক অংশ আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের শরীক, অপর অংশ বি.এন.পি'র শরীক দল। এরা ওহাবী মতাদর্শী। শুধু তাই নয়, সৌদি ওহাবী মতবাদী বিন লাদেনের মদদপুষ্ট আফগানিস্তানের এককালীন ক্ষমতাসীন 'তালেবান'র সুরে ওই

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ওহাবীরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বানচালের জন্য 'আমরা হব তালেবান-বাংলা হবে আফগান' স্লোগান দিয়েছিল। 'হরকাতুল জিহাদ' ও 'জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)' ইত্যাদি নামের দল গঠন করে গোপনে পাহাড়ে গভীর অরণ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে নানা নাশকতামূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে ওই সম্প্রদায়ের লোকেরা। ১৭ আগষ্ট ২০০৬ সালে দেশের সবক'টি জেলায় একই সময়ে সিরিজ বোমা হামলা চালায় ওই ওহাবীদের উগ্রবাদী একটা অংশ।

ওহাবী-আহলে হাদীসের আক্বীদা বা বিশ্বাসগুলো পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে তারা কত জঘন্য। এতে প্রভাবিত হচ্ছে তাদের আমল বা কর্মকান্ডও। তাবলীগী সফর শেষে দেশে আসার সময় পাগড়ী ও বড় আকারের বুখারী শরীফের কর্তিত মধ্যভাগে করে মাদকদ্রব্য আনে, তাবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় মসজিদের দেশের জঘন্য সন্ত্রাসীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদান, মাদরাসার তহবিল আত্মসাৎ, মাদরাসায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সাথে অসামাজিক আচরণ, কাঁচি দিয়ে ছাত্রদের কান চিরে দেয়া, ছাত্রদেরকে ঝালাইকৃত শেকলে বেঁধে রেখে নির্যাতন চালানো ইত্যাদি লোমহর্ষক ঘটনা দেশের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ লোকেরা জেনেছে। ওরা বহু সুন্নী ওলামাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিল। আল্লামা গাযী আযীযুল হক শেরে বাংলা (রহ:)-কে হত্যার জন্য চট্টগ্রামের খন্দকিয়ায় মাহফিলে ওয়াজ করার জন্য তাঁকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং ওয়াজরত অবস্থায় লাইট নিভিয়ে অন্ধকারে স্টেজের পেছন থেকে তারা অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল এবং আল্লামা মফজল নঈমীকেও হত্যার জন্য হামলা চালিয়েছিল।

এখন দেখুন তাদের জঘন্য আক্বীদা। তাদের মুরুব্বী লেখকরা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছে- 'মহানবীর জ্ঞান অপেক্ষা শয়তান ও মালাকুল মাওকতের জ্ঞান বেশী', নবী ও অলীগণ অকেজো', 'নামাযে নবীর খেয়াল আসা গরু ও গাধার খেয়াল অপেক্ষাও মন্দ'। তারা নবী পাকের অদৃশ্যজ্ঞানকে শিশু ও পাগলের জ্ঞানের সাথে তুলনা করে তুচ্ছজ্ঞান করে। ওরস-ফাতিহা, মাযার ও কবর যিয়ারত ইত্যাদির মত পুণ্যময় কাজকে তারা কবরপূজা, হারাম ও হিন্দুদের পূজার মত মনে করে। ঈদে মিলাদুন্নবী বা মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জন্মদিবস পালন করাকে খ্রীষ্টান বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস পালনের মত বলে বিশ্বাস করে ও তা থেকে বিরত থাকে। ওরস-ফাতিহার হালাল ও বরকতময় খাদ্যকে হারাম মনে করলেও কাকের মাংস ও হিন্দুদের হোলি-দেওয়ালীর প্রসাদ খাওয়াকে জায়েয বা বৈধ বলে ফতোয়া দেয়। সর্বোপরি, ইসলামের নামে তাদের ভ্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রভাবিত হয়ে দেশের বৃহত্তম সুন্নী মুসলমানদেরকে তারা মুশরিক-বিদ'আতী মনে করে এবং সুযোগ পেলে তাদের উপর হামলা চালায়। ইদানিংতো তাদের হামলার ভয়াবহতায় দেশব্যাপী হতবাক। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র মাযারে ওরসে মুনাজাতরত অবস্থায় বোমা হামলায়ও তারা জড়িত বলে পত্র-পত্রিকার খবরাদি থেকে জানা যায়। সিলেটে হযরত শাহ্ জালাল (রহ:)-এর পুকুরের গজার মাছ এবং হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর দরগাহ শরীফের পুকুরের মাছ ও গজারী-মাদারী হত্যার জন্য বিষ প্রয়োগেও তারা জড়িত মর্মে মানুষের সন্দেহ এখন বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে হযরত বনু আলী শাহ'র মাযার কমিটিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে হযরত বনু আলী শাহ্ (রহ:)-এর মাযার ভেঙ্গে মাযারের উপর মসজিদ নির্মাণ করে 'কবরের' উপর নামায পড়ার মত হারাম কাজকে হালাল মনে করছে।

তাদের গুরুজন দেওবন্দ মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাসেম নানুতবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরও নবী আসা সম্ভব বলেছে। আর ভন্ড নবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে ভন্ড নবুয়্যতের দাবীদার হবার পথ খুলে দিয়েছে। দেওবন্দী ও উপমহাদেশের ওহাবীরা মৌং কাসেম নানুতবীকে তাদের পেশোয়া

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বা ধর্মীয় গুরু বলে মনে করে। তার বিরুদ্ধে মুখ খোলেনা, আর ওদিকে কাদিয়ানীকে অমুসলিম ঘোষণার দাবীকে রাজনৈতিক ইস্যু করে নিয়েছে।

এখন ওই ওহাবীরা আরেকটি সুযোগের সন্ধানে রয়েছে। তা হচ্ছে- স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনে শরীক হওয়া। 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে মুর্খের বোর্ড এবং 'জমিয়াতুল মুদাররেসীনকে বিদ'আতীদের জমিয়ত বলে যারা বিশ্বাস করে ও পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে তারা স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সরকারী স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দাবী জানানো সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

বাংলাদেশে সতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী যুক্তিযুক্ত। এ দাবীও দীর্ঘদিনের। যে দেশে প্রকৌশল, কৃষি, পশু পালন ইত্যাদির শিক্ষাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রষিষ্ঠিত হতে পরি সেখানে আরবীর মত ব্যাপক ভাষা ও বিষয় ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উপক্ষেণীয় হতে পারে না। বিশ্বে এ ধরনের ভাষাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এদিকে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী পূরণের মধ্য দিয়ে ওহাবীরা তাদের প্রাইমারী মানের সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে। এ স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে তারা অনায়াসে ওই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন ও শিক্ষকদের সুযোগ লুফে নেয়ার স্বপ্ন দেখছে। বর্তমানে ক্ষমতাসীন বা অন্য কোন সরকার যদি তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়ার মত অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়, তবে তা হবে জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তখন তা হতে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন; সর্বোপরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী সূচিন্তিত ও কার্যকর কারিকুলামের প্রতি চরম অবজ্ঞার নামান্তর। তাছাড়া, তখন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় তালেবান ভাবধারারই আরেকটা শক্ত বিচরণ ক্ষেত্র হওয়ার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

পক্ষান্তরে, শুরু থেকেই দেশের সুন্নী মাদারাসগুলোতে রয়েছে ইসলামের প্রকৃত মতাদর্শের (সুন্নী মতাদর্শ) শিক্ষা দেশপ্রেমের অনুশীলন ও সুন্দর চরিত্র গঠনের পরিবেশ উল্লেখ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন দেশের সমস্ত ওহাবী মাদরাসায় ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য আল-বদর, মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করা বাধ্যতামূলক ছিল, তখন সুন্নী মাদরাসাগুলোতে ওই সব দলে যোগদান করা ছিল বহিষ্কারযোগ্য অপরাধ। চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া আল বদরে যোগদানের অপরাধে দুই পথভ্রান্ত ছাত্রকে সাথে সাথে বহিষ্কার করেছিল। এখনো দেশদ্রোহী কিংবা জাতীয় জীবনে শান্তির পরিপন্থী কোন কর্মকান্ড, এমনকি ইসলামের অনুশীলন বিরোধী কোন জঘন্য কর্মকান্ড কোন প্রকৃত সুন্নী জড়িত থাকার খবর আমার জানা নেই।

চাঁদপুর কচুয়া ডুমুরিয়ায়

আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (র:)

স্মৃতি বৃত্তি চালু- ২০১২ইং

এবারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫০ জন

পরীক্ষার তারিখ ঃ- ১৭/১২/২০১২ইং রোজ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরীক্ষার কেন্দ্র ঃ- গাউছিয়া ছোবহানিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা- ডুমুরিয়া- কচুয়া, চাঁদপুর।

আয়োজনে পক্ষে ঃ- বৃত্তি পরিচালনা কমিটির

আহবায়ক ঃ- মোঃ হাশমত উল্লাহ

যুগ্ন আহবায়ক ঃ- মোঃ ইমাম হোসাইন
মোঃ ফরহাদ হোসেন

সদস্য সচিব ঃ- মোঃ মহিন উদ্দিন

সদস্য ঃ- মোঃ ইউনুছ মিয়া
হাফেজ মোঃ রাসেল
মোঃ কাউসার আলম
মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহ
মোঃ ফারভেজ হাসান

সকলকে ধন্যবাদ

SUNNIBERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি

মুহাম্মদ শাহিনুর রহমান

অনাদি ও অনন্ত স্বত্ত্বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন একা ও অপ্রকাশিত ছিলেন, তখন আত্মপ্রকাশের সাধ ও ইচ্ছা জাগরিত হলো। তখন তিনি একক সৃষ্টি হিসাবে নবী করীম রাউফুর রাহিম নূরে মোজ্জাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারক পয়দা করলেন । কোরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি এর দলিলসমূহ অনুবাদসহ বিজ্ঞ পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

কোরআন শরীফের আলোকে ঃ

আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন-

قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين-

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে।। (সূরা মায়িদা আয়াত- ১৫)

আলোচ্য আয়াতে নূর দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। নিম্নে আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসীরের আলোকে দলিল উপস্থাপন করা হল ঃ-

❖ **দলিল নং ১ ঃ-**

বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীরে ইবনে আব্বাস এর মধ্যে আছে-

قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يعني محمدا صلي الله عليه وسلم-

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃষ্ঠা ৭২)।

❖ **দলিল নং ২ ঃ-**

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্-তাবারী (রা:) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর ইবনে জারীর এর মধ্যে বলেন-

قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يعني بالنؤر محمدا صلي الله عليه وسلم الذي انار الله به الحق واظهربه الاسلام ومحق به الشرك-

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, যে নূর দ্বারা আল্লাহ সত্যকে উজ্জ্বল ও ইসলামকে প্রকাশ করেছেন এবং শিরিককে নিশ্চিহ্ন করেছেন। (তাফসীরে ইবনে জারীর ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৬, সূরা মায়িদা আয়াত ১৫)।

❖ **দলিল নং ৩ ঃ-**

মুহীউস্সুন্নাহ আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) (যিনি 'খাজিন' নামে পরিচিত) তাফসীরে খাজেনের মধ্যে বলেন-

قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يعنى بالنؤر محمدا صلي الله عليه وسلم انما سماه الله نور لانه يهدى بالنور في الظلام-

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নামকরণ করেছেন নূর, কারণ তাঁর নূরেতে হেদায়ত লাভ করা যায়। যেভাবে অন্ধকারে নূর দ্বারা পথ পাওয়া যায়। (তাফসীরে খাজিন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৭)।

❖ **দলিল নং ৪ ঃ-**

ইমাম হাফেজ উদ্দীন আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আন- নাসাফী (রা) এই আয়াত শরীফ (قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين) প্রসঙ্গে বলেন-

والنور محمد عليه السلام لانه يهتد به كما سمي سراجا منيرا-

আর নূর হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা তাঁর নূরেতে হেদায়ত লাভ করা যায়, যেমন তাঁকে উজ্জ্বল প্রদীপ বলা হয়েছে। (তাফসীরে মাদারিক ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৭)।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

❖ **দলিল নং ৫ ঃ-**

ইমামুল মুতাকাল্লেমীন আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রা) এই আয়াত শরীফ (قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين) প্রসঙ্গে বলেন-

ان المراد بالنور محمد صلي الله عليه و سلم وبالكتاب القران-

অর্থঃ নিশ্চয়ই নূর দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিতাব দ্বারা আল কোরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে কবীর ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৫, সূরা মায়িদা আয়াত ১৫)।

আর যারা বলে যে 'নূর ও কিতাবে মুবীন' দ্বারা কুরআন মজীদকেই বুঝানো হয়েছে, ইমাম রাযী (রা) সে সম্পর্কে বলেন-

هذا ضعيف لان العطف يوجب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه-

এই অভিমত দুর্বল, কারণ আতফ (ব্যাকরণগত সংযোজিত) মা'তুফ (সংযোজিত) ও মা'তুফ আলাইহি (যা তার সাথে সংযোজন করা হয়েছে) এর মধ্যে ভিন্নতা প্রমাণ করে। (তাফসীরে কবীর ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৫)।

❖ **দলিল নং ৬ ঃ-**

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রা) বলেনঃ

قد جاءكم من الله نور هو نور النبى صلي الله عليه وسلم-

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর এসেছে, তা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারক।

(তাফসীরে জালালাইন শরীফ পৃষ্ঠা ৯৭)

❖ **দলিল নং ৭ ঃ-**

আল্লামা মাহমূদ আলূসী বাগদাদী (রা) বলেন-

قد جاءكم من الله نور هو نورعظيم هو نور الانوارالنبى المختار صلى الله عليه وسلم اليه ذهب قتادة والزجاج-

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে মহান নূর এসেছে .। আর তিনি হলেন নূরুল আনোয়ার নবী মোখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটাই হযরত কাতাদাহ ও যুজাজের অভিমত। (তাফসীরে রুহুল মাআনী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭)।

❖ **দলিল নং ৮ ঃ-**

আল্লামা ইসমাঈল হক্কী (রা) বলেন-

قيل المراد بالاول هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبالثانى القران-

অর্থঃ বলা হয়েছে যে, প্রথমটা অর্থাৎ নূর দ্বারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বুঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়টা অর্থাৎ কিতাবে মুবীন দ্বারা কুরআন কে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ২খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯)

আর অগ্রসর হয়ে বলেন-

سمى الرسول نورا لان اول شيئ اظهره الحق بنور قدرته من ظلمة العدم كان نور محمد صلي الله عليه و سلم كما قال اول ما خلق الله نورى-

অর্থঃ আল্লাহ তায়া'লা রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম রেখেছেন নূর। কেননা আল্লাহ তায়া'লা তাঁর কুদরতের নূর থেকে সর্বপ্রথম যা প্রকাশ করেছেন তা তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারক। যেমন তিনি ফরমায়েছেন- আল্লাহ তায়া'লা সর্বপ্রথম আমার নূর মোবারক কে সৃষ্টি করেছেন। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৯)।

❖ **দলিল নং ৯ ঃ-**

ইমাম মুহীউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ আল- হোসাইন আল-ফাররা আল-বাগাভী (রা) বলেন-

قد جاءكم من الله نور يعنى باالنوُر محمدا صلي الله عليه وسلم-

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। (তাফসীরে মাআলিমুত তান্যীল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩, তাফসীরে খাযিনের পাদ টীকা)

এ ছাড়া আরো অনেক তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে আছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি তা নিম্নরূপ ঃ-

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সুরা মায়েদা পারা ৬, ১৫ নং আয়াতে নূরের ব্যাখ্যাঃ-

১। তাফসীরে মারেফুল কোরআন পৃষ্ঠা ৫৪। ২। তাফসীরে আবি সউদ ২য় খন্ড, পৃ- ২৫১, ৩। তাফসীরে রুহুল বয়ান ২য় খন্ড, পৃ- ৩৬৯, ৪। তাফসীরে রুহুল মায়ানী ১ম খন্ড, পৃ- ৩৬০, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭, ৫। তাফসীরে ইবনে জারীর ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ- ৮৬, ৬। তাফসীরে কবীর ১১তম খন্ড, পৃ- ১৬৩, ৭। তাফসীরে কুরতুবী ৬ষ্ঠ খন্ড পৃ- ১১৮, ৯। তাফসীরে বায়জাভী ১ম খন্ড, পৃ- ৬৪, ১০। তাফসীরে মাজহারী ৩য় খন্ড, পৃ- ৬৮, ১১। তাফসীরে কবীর ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ- ৪৬২, ১২। ছফওয়াতুত তাফাসীর ২য় খন্ড, পৃ- ১৪০, ১৩। তাফসীরে দুররে মানসুর ২য় খন্ড, পৃ- ১৮৭, তাফসীরে নূরুল কোরআন ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬১, তাফসীরে নঈমী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫।

সূরা তাওবা পারা ১০, ৩২ নং আয়াতে নূরের ব্যাখ্যাঃ-

১। তাফসীরে দুররে মানসুর ৩ খন্ড, পৃ- ২০১, ২। তাফসীরে কবীর ১৬ম খন্ড, পৃ- ৩৪, ৩। তাফসীরে রুহুল মায়ানী ১৪ম খন্ড, পৃ- ৪৮।

❖ সুরা নূর পারা ১৮, আয়াত নং ৩৫ঃ-

১। তাফসীরে ইবনে আব্বাস ৪র্থ খন্ড, পৃ- ২৪, ২। তাফসীরে রুহুল মায়ানী ১০ম খন্ড, পৃ- ১৬৬।

❖ সুরা আহযাব আয়াত নং ৪৬ঃ-

১। তাফসীরে আহকামুল কোরআন লিল ইবনুল আরাবী ৩য় খন্ড, পৃ- ১৫৪৬, ২। তাফসীরে মাওয়ারদী ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪১১।

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে না'ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশনকারী অন্যতম সাহাবী হযরত ক'ব বিন যোহাইর (রা) তাঁর নিম্নোক্ত কাসিদার মধ্যে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নূরের নবী বলে সম্বোধন করেছেন।

ان الرسول لنوريستضاء به مهند من
سيوف الله مسلول-

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর, যা দ্বারা আলোকিত হওয়া যায়। তিনি আল্লাহর তরবারি সমূহের মাঝে ধারালো উজ্জ্বল তরবারি। (কাসিদা- ই- কা'ব বিন যোহাইর (রা), মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক আলিম শ্রেণির সিলেবাসের অন্তরভুক্ত আরবী সাহিত্য বইয়ের ১৪৮ পৃষ্ঠা)।

হাদীস শরীফের আলোকে ঃ

❖ দলিল নং ১০ঃ-

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله بابى انت وامى اخبرنى عن اول شئ خلق الله تعالى قبل الاشياء ؟ قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نورنبيك من نوره فجعل ذالك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذالك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس - فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذالك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم و من الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الربع اربعة اجزاء فخلق من الاول حملة العرش ومن الثانى الكرسى ومن الثالث باقى الملائكة ثم قسم الربع اربع اجزاء فخلق من الاول السماوات ومن الثانى الارضين ومن الثالث الجنة والنار-------

---

-------الخ

অর্থ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মা-বাবা আপনার কদম মোবারকে উৎসর্গিত, আপনি দয়া করে বলুন, সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়া'লা কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছিলেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছুর পূর্বে তোমার নবীর (আমার) নূর মোবারক তাঁরই নূর মোবারক হতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর ওই নূর আল্লাহ তায়'লারই মর্জি মুতাবেক তাঁরই কুদরতি শক্তিতে পরিভ্রমণ করতে লাগল। ওই সময় না ছিল বেহেশ্‌ত-দোযখ, আর ছিলনা আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, মানব ও দানব। এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগত পয়দা করার মনস্থ

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

করেছিলেন, প্রথমেই ওই নূর মোবারককে চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম অংশ দিয়ে কলম, দ্বিতীয় অংশ দিয়ে লওহ, তৃতীয় অংশ দিয়ে আরশ, সৃষ্টি করে চুতুর্থাংশকে পুণরায় চারভাগে বিভক্ত করে প্রথমাংশ দিয়ে আরশবহনকারী ফেরেশতাদের দ্বিতীয় অংশ দ্বারা কুরসী, তৃতীয় অংশ দ্বারা অন্যান্য ফেরেশতাদের সৃষ্টি করে চুতুর্থাংশকে আবারও চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে সপ্ত আসমান, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে সপ্ত যমীন, তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেশত-দোযখ এবং পরবর্তী ভাগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সকল বস্তু সৃষ্টি করে।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১)।

❖ **দলিল নং ১১ ঃ-**

عن كعب الاحبار رضى الله عنه قال : لما اراد الله ان يخلق المخلوقات بسط الارض وقع السماء وقبض قبضة من نوره و قال لها كونى محمدا فصارت عمودا من نوره فعلا حتى انتهى الى حجب العظمة فسجد و قال فى سجوده الحمد لله فقال الله سبحانه و تعالى لهذا خلقتك و سميتك محمد صلى الله عليه و سلم منك ابدا الخلق و بك ختم الرسل-

অর্থ ঃ হযরত কাব আহবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যখন সৃষ্টি জগত সৃজন করার ইচ্ছা করলেন তখন মাটিকে সম্প্রসারিত করলেন, আকাশকে উঁচু করলেন এবং আপন নূর হতে এক মুষ্ঠি নূর গ্রহন করলেন। তারপর উক্ত নূরকে নির্দেশ দিলেন' তুমি মুহাম্মদ হয়ে যাও।' অতএব সে নূর স্তম্ভের ন্যায় উপরের দিকে উঠতে থাকল এবং মহত্বের পর্দা পর্যন্ত পৌছে সিজদায় পড়ে বলল,'আলহামদুলিল্লাহ্' তখন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ইরশাদ হল,এজন্যই তোমাকে সৃষ্টি করেছি আর তোমার নাম মুহাম্মদ রেখেছি। তোমার হতেই সৃষ্টি কাজ শুরু করব এবং তোমাতেই রিসালাতের ধারা সমাপ্ত করব ।

(সিরাতুল হালাভিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০)।

❖ **দলিল নং ১২ ঃ-**

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت في الشجر ثوبا لرسول الله صلي الله عليه و سلم فانطفا المصباح و سقطت الابرة من يدي فدخل علي رسول الله صلي الله عليه و سلم فاضاء من نور و جهه فجدت الابرة-

অর্থ ঃ "হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাত্রে বাতির আলোতে বসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় মোবারক সেলাই করছিলাম। এমন সময় প্রদীপটি (কোন কারণে) নিভে গেল এবং আমি সুচটি হারিয়ে ফেললাম। এরপরই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা মোবারকের নূরের জ্যোতিতে আমার অন্ধকার ঘর আলোময় হয়ে গেল এবং আমি (ঐ আলোতেই) আমার হারানো সুচটি খুজে পেলাম"। (ইমাম ইবনে হায়তামী (রাঃ) এর আন-নে'মাতুল কোবরা আলার আলম গ্রন্থে ৪১ পৃষ্ঠা)।

❖ **দলিল নং ১৩ ঃ-**

اخرج ابن ابي عمر العدني فى مسنده عن ابن عباس ان قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل ان يخلق ادم بالفى عام يسبح ذالك النور و تسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله ادم القي ذالك النور فى صلب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فاهبطنى الله الى الارض فى صلب ادم (عليه السلام) و جعلنى فى صلب نوح عليه السلام واقف بى فى صلب ابراهيم عليه السلام ثم لم يزل الله ينقلبى من الاصلاب الكريمة و الارحام الطاهرة حتى اخرجنى من بين ابوى لم يلتقيا على سفاح قط-

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আলী ওমর আল-আদানী স্বীয় মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁকে তাঁর সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার তারতম্যটুকুও দেখাতে লাগলেন। তিনি (আদম আলাইহিস সালাম) তাদের মধ্যে শেষপ্রান্তে একটা উজ্জ্বল নূর দেখতে পেলেন। তখন তিনি

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বললেন," হে রব! ইনি কে? (যাকে সবার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত নূর হিসাবে দেখতে পাচ্ছি?) উত্তরে মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করলেন," ইনি হলেন তোমার পুত্র-সন্তান হযরত আহমদ মুজ্তবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি হবেন আমার দরবারে প্রথম সুপারিশকারী (ক্বিয়ামতের দিনে)। (আল-খাসাইসুল কুবরা ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯)

❖ **দলিল নং ১৪ ঃ-**

ইমাম হাফেজ আবুল ফযল ক্বাযী আয়ায (রা) বলেন-

و قد سماه الله تعالى سراجا منيرا فقال تعالي قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين و قال تعالى انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا و قال فى غير هذا الموضع انه كان لاظل لشخصه في شمس و لا قمر لانه كان نورا الذباب كان لا يقع على جسده و لا ثيابه-

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়া'লা কোরআন করীমে তাঁর নাম রেখেছেন নূর ও সিরাজুম্ মুনীর। যেমন তিনি ফরমায়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। আরো ফরমায়াছেন, আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি হাজের ও নাজেররূপে, আল্লাহর অনুমক্রিমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ (সিরাজুম মুনীর) রূপে। নিশ্চয়ই তাঁর ছায়া ছিল না. না সূর্যালোকে না চন্দ্রালোকে কারণ তিনি ছিলেন নূর। তাঁর শরীর ও পোশাক মোবারকে মাছি বসত না। (শিফা শরীফ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪২)।

❖ **দলিল নং ১৫ ঃ-**

وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سأل جبريل عليه السلام فقال يا جبريل كم عمرك من السنين فقال يا رسول الله لست اعلم غير ان فى الحجاب الرابع نجما يطلع في سبعين الف سنة مرة رايته اثنين و سبعين الف مرة فقال يا جبريل و عزة ربى جل جلا له انا ذالك الكوك-

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা জিব্রাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন , ওহে জিব্রাঈল! তোমার বয়স কত? উত্তরে জিব্রাঈল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো সঠিক জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি (সৃষ্টি জগত সৃষ্টির পূর্বে) আল্লাহ তায়'লা নূরানী আযমতের পর্দা সমূহের চতুর্থ পর্দায় একটি নূরানী তারকা সত্তর হাজার বছর পরপর উদিত হত। আমি আমার জীবনে সেই নূরানী তারকা বাহাত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। অতঃপর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম ইরশাদ করলেন মহান রাব্বুল আলামীনের ইজ্জতের কসম করে বলছি, সেই অত্যুজ্জ্বল নূরানী তারকা আমিই ছিলাম। (সীরাতে হালাভীয়া পৃষ্ঠা ৪৯, তাফসীরে রুহুল বয়ান পৃষ্ঠা ৫৪৩)

❖ **দলিল নং ১৬ ঃ-**

لم يكن له صلى الله عليه و سلم ظل في شمس و لا قمر لانه كان نورا-

অর্থ ঃ "সূর্য চন্দ্রের আলোতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহ মোবারকের ছায়া পড়তোনা। কেননা, তিনি ছিলেন আপদমস্তক নূর"।

(যুরকানী শরীফ ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২০)।

এ ছাড়া আরো অনেক হাদীস শরীফ গ্রন্থের মধ্যে আছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি তা নিম্নরূপ ঃ-

১। মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ৫১৩, ২৪ এর ১০নং হাশিয়া, ৫১১ এর ৬নং হাশিয়া, তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭, মাওয়াহিবে লাদুনিয়া পৃষ্ঠা ৪৫,শরহে সুন্নাহ ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৭, মিরকাত ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬,১৬৬,১৯৪। তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড, পৃঃ- ৩৭, মাজমুওয়ায়ে ফাতাওয়ার ২য় খন্ড, পৃঃ- ২৮৬, ১৮। নশরুততীব পৃঃ- ৫, কৃতঃ আশরাফ আলী থানবী, ১৯। এমদাদুছ ছুলূক পৃষ্ঠা ২০১, কৃতঃ রশিদ আহমেদ গাংগুহী । ২০। শুকরে নিয়ামত কৃতঃ কাসেম নানুতুবী, গাওহারে সিরাজী পৃষ্ঠা ৬৯, কৃত ঃ সিরাজুল ইসলাম।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বিবেকের কাঠগড়ায় বিশ্ব ইজতেমা

(সুন্নীবার্তা ডেস্ক)

সরলপ্রাণ মানুষ যখন কোন বাতিল ও মিথ্যার বাহ্যিক চাকচিক্যপূর্ণ আয়োজনের গোলকধাঁধার আবর্তে সঠিক দিশা খুঁজে বের করতে হিমশিম খায়, তখন সচেতন সত্যপন্থীদের উপর ওয়াজিব (অপরিহার্য) হয়ে যায় বাতিলের পরিচয় তুলে ধরে সরলপথের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। অন্যথায় একদিকে হাদীসে পাকের নূরানী ভাষায় 'সত্য বলার ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বনকারী বোবা শয়তান'-এর অশুভ পরিণতির উপযোগী হতে হয়, অন্যদিকে যাদের উদ্দেশ্যে ওই সত্যপথ দেখানো হয়, তাদেরও ঈমানী দায়িত্ব হয়ে যায়- নিজেদের খোদাপ্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ওই সত্য পথের আহ্বানে সাড়া দেওয়া।

ঢাকার টঙ্গীতে 'তাবলীগ জামাত' তাদের 'ইজতেমা' (সমাবেশ)- এর আয়োজন করে আসছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সেটা ওই জামাত ও ওই মতবাদীদের 'মহা সমাবেশ' হিসেবে অনুষ্ঠিত হত। পরবর্তীতে 'ইসলামী' শব্দের ব্যবহার ও 'আখেরী মুনাজাত'-এর আয়োজনের ফলে দেশের অন্যান্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণও তাতে শরীক হতে থাকে। (যদিও ওই জামাতের অন্যতম মুরব্বী চট্টগ্রামের মফিতী ফয়যুল্লাহ সাহেব জামাতবন্দী হয়ে হাত তুলে মুনাজাত করার ঘোর বিরোধী। তিনি সেটা বিদ'আত ও নিষিদ্ধ বলে ফাতোয়া দেন)। বিদেশ থেকেও কিছু লোক ওই ইজতিমায় শরীক হয় বলে প্রচার করা হয়। বস্তুতঃ ওই মেহমানরা হয়তো একই মতবাদের প্রচারক, নতুবা ওই জামাতের প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবিত ও আমন্ত্রিত। ব্যাপক প্রচারণা ও ব্যবস্থাপনার কারণে ওই ইজতিমা ক্রমশঃ বড়তে থাকে। এ সুবাদে তারা সেটাকে এক পর্যায়ে হজ্বের সাথে তুলনা করতে লাগল এবং হজ্বের পর 'মুসলমানদের বৃহত্তম জমায়েত' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে ব্যাপকতর প্রচারে লিপ্ত হল। কিন্তু তা সচেতন মুসলমানদের দৃষ্টি ও শ্রবণকে বিদ্ধ করল। তাঁরা এবং দেশের বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম এ ধরনের অমূলক তুলনার সমালোচনা করল। ফলে, ২০০৬ সাল থেকে তুলনামুলক বিশেষণ বাদ দিয়ে সেটাকে বলা হয়- 'ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বৃহত্তম সমাবেশ' ও 'মানবতার মহামিলন' ইত্যাদি।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, দেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের মহামান্য প্রধানগণ আপন আপন ক্ষমতায় থাকাকালে তাবলীগ জামাতের আবেদনের ভিত্তিতে টঙ্গীর বিরাট ভূ-খণ্ড তাদেরকে প্রদান করেছেন। আর উভয় দলই ইসলামের জন্য তাদের অবদানে তালিকায় এদের প্রতি প্রদর্শিত বিরাট বদান্যতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকে। ক্রমশঃ প্রত্যেক ক্ষমতাসীন সরকারের আন্তরিকতা আরো ব্যাপক হতে থাকে। তাছাড়া, বিটিভি এবং দেশের কিছু পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির প্রচারণা, সরকারের বিশেষ ব্যবস্থাপনা, মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান ও মাননীয় সরকার প্রধান, সম্মানিত বিরোধী দলীয় প্রধান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওই 'মুনাজাত'-এ শরীক হওয়া ইত্যাদি কারণে টঙ্গীর জমায়েতের পরিসর ক্রমশঃ বিগত বছরগুলোকেও ছড়িয়ে যাচ্ছে। অবশ্য, এ সম্পর্কে দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোর বদান্যতায় অনেকে বিস্তারিতভাবে জেনেছেন। সব মিলিয়ে এখন সেটা তাদের ভাষায় 'বিশ্ব-ইজতিমা'।

উল্লেখ্য, প্রায়শঃ তাবলীগ জামাতের জন্মস্থান ভারও থেকে আগত দিল্লীর কেন্দ্রীয় তাবলীগ জামাতের সদস্য ও 'শীর্ষ মুরুব্বী' মুনাজাত পরিচালনা করেন, অংশগ্রহণকারীরাও একযোগে 'আ-মীন' বলেন। অনেকে কান্নাকাটিও করেন বৈ-কি। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে- একদিকে সরকার তো তার দায়িত্ব পালন করছে, আর সরলপ্রাণ মুসলমানরাও অন্তত এক বড় জমায়েতে 'মুনাজাত' করাকে একটি বিরাট ধর্মীয় কাজ মনে করছেন, অন্যদিকে এটা

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

অত্যন্ত দুঃখের সাথে আশঙ্কাও করা যাচ্ছে যে, তাবলীগ জামাতের চতুরতা ও দেশের মুসলমানদের সরলতা, সর্বোপরি সচেতন সুন্নী মুসলমানদের নীরবতা ওই তাবলীগ জামাতের আসল পরিচয় ও উদ্দেশ্যকে এক গাঢ় আড়ালে দ্রুত ঢাকা দিতে যাচ্ছে কিনা! আর এ আড়ালের সুবাদে তারাও এ দেশকে সহসা 'ওহাবীরাষ্ট্রে' পরিণত করার সুযোগ নিতে যাচ্ছে কিনা! তদুপরি, বর্তমানে দমিত ও গা-ঢাকা দেওয়া 'জঙ্গি-খারেজী' (জেএমবি ও হরকাতুল জিহাদ ইত্যাদি) অদুর ভবিষ্যত এক পর্যায়ে গিয়ে আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতে যাচ্ছে কিনা, তাও ভেবে দেখার সময় এসেছে।

তাই আমি সচেতন সুন্নী ওলামা ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ 'তাবলীগ জামাত' ও 'তাদের মূল উদ্দেশ্য' এবং এ জামাতের এ পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করব, যাতে 'ইজতিমার বিশালতা' ও 'মুনাজাত'-এর আড়ম্বরতায় মুগ্ধ হয়ে এদেশের মুসলমানগণ তাঁদের আসল পরিচয় ভুলে না বসেন। আমি আমার ঈমানী দায়িত্বটুকু পালন করতে চাই। সেটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া বা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন যাঁরা তাদেরকে নির্বিচারে 'ইসলামী জামাত' মনে করেন, বিশেষভাবে তাঁরা এবং সাধারণভাবে অন্যরা।

তাবলীগ জামাতের গোড়ার কথা

এ কথা সুস্পষ্ট যে, ভারতের সাইয়্যিদ আহমদ ব্রেলভী ও মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী সৌদিয়া থেকে এ উপমাহদেশে ওহাবী মতবাদ সর্বপ্রথম আমদানি করার পর ভারতে 'নাদওয়াতুল ওলামা' ও 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা' ইত্যাদি ওহাবী মতবাদের পবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দেওবন্দ মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেন- মৌং মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী। আর মৌং আশরাফ আলী থানভী, মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং মৌং খলীল আহমদ আম্বেটবী প্রমুখ ছিলেন এ উপমহাদেশে ওই মতবাদ প্রচারের পুরোধা। এ মৌং আশরাফ আলী থানভী সাহেবের অন্যতম প্রধান শীষ্য ছিলেন মৌং ইলিয়াস মেওয়াতী। মৌং ইলিয়াস সাহেব এ মতবাদ প্রচারের জন্যই 'তাবলীগ জামাত' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ জামাত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন যে, 'তাবলীগ জামাতের কর্মপদ্ধতি হবে তার নিজের উদ্ভাবিত, কিন্তু প্রচারের বিষয়বস্তু ও শিক্ষা হবে তার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মৌং আশরাফ আলী থানভীর।

[তাবলীগী জামাআত খত্বরনাক, কৃত মাওলানা এরশাদ আল কাদেরী, ভারত]

এখন দেখুন, মৌং আশরাফ আলী থানভী সাহেবের 'শিক্ষা' কি? তার আক্বিদা ও শিক্ষা হচ্ছে অবিকল সমস্ত দেওবন্দী আলিমদের আক্বীদা ও শিক্ষা। আর এ 'আক্বীদা ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের একমাত্র উদ্দেশ্যেই মৌং ইলিয়াস সাহেব কায়েম করেছেন 'তাবলীগের ছয় উসূল'। গোটা 'তাবলীগ জামাত'ই এ ছয় উসূল প্রতিষ্ঠা করে বেড়ায়। টঙ্গীর তথাকথিত 'বিশ্ব ইজতিমা'য় ছয় উসূল ও তাদের বাস্তবায়ন নিয়ে চিল্লাবদ্ধ মুসল্লীদের উদ্দেশে হিদায়াতী (নির্দেশনামূলক) বয়ান দেওয়া হয়"।

[দৈনিক পূর্বকোণ, ২৯ জানুয়ারী ২০০৬ সংখ্যা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ওই ছয় উসূলে ইসলামের পঞ্চবুনিয়াদ থেকে নেয়া হয়েছে মাত্র দু'টি। যথা- ১. কালেমা ও ২. নামায। আর বাকী ৪ টা হচ্ছে- ৩. ইকরামুল মুসলিমীন, ৪. তাসীহ-ই নিয়্যত (উদ্দেশ্য ঠিক করা)।

আর মৌং আশরাফ আলী থানভীসহ দেওবন্দীদের আক্বীদা ও শিক্ষা হচ্ছেঃ

১. "আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন"।

[ফতোয়া-ই রশীদিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯, কৃত মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী]

২। "আল্লাহ আগে জানেন না বান্দা কি কাজ করবে। বান্দা যখন কাজ সম্পন্ন করে নেয় তখনই আল্লাহ তা জানতে পারেন"।

[তাফসীর-ই বুলগাতুল হায়রান, পৃষ্ঠা ১৫৭-৫৮, কৃত মৌং হুসাইন আলী দেওবন্দী]

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

৩। "শয়তান ও মালাকুল মাওত-এর জ্ঞান হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চেয়ে বেশি"।
[বারাহীন-ই ক্বাতি'আহ্, পৃষ্ঠা-৫১, কৃত খলীল আহমদ আম্বেটভী দেওবন্দী]

৪। "আল্লাহর নবীর নিকট নিজের পরিণতি এবং দেয়ালের পেছনের জ্ঞানও নেই"।
[বারাহীন-ই ক্বাতি'আহ্, পৃষ্ঠা-৫১, কৃত খলীল আহমদ আম্বেটভী দেওবন্দী]

৫। "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা তেমনি জ্ঞান দান করেছেন, যেমন জ্ঞান জানোয়ার, পাগল এবং শিশুদের নিকট রয়েছে"।
[হিফজুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৭, কৃত মৌং আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

৬। "নামাযে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি শুধু খেয়াল যাওয়া গরু-গাঁধার খেয়ালে ডুবে যাওয়া অপেক্ষাও মন্দতর"।
[সিরাতে মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা-৮৬, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

৭। "রাহমাতুল্লিল আলামীন (সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খাস উপাধি নয়। নবীজী ছাড়া অন্যান্য বুযুর্গকেও 'রাহমাতুল্লিল আলামীন বলা যেতে পারে"।
[ফতোয়া-ই রশীদিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২, কৃত মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী]

৮। "খাতামুন্নাবিয়্যীন' অর্থ 'আখেরী বা শেষনবী' বুঝে নেওয়া সাধারণ লোকদের খেয়াল মাত্র। জ্ঞানী লোকদের মতে এ অর্থ বিশুদ্ধ নয়। হুযুর আকরামের যুগের পরও যদি কোন নবী পয়দা হয়, তবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী হওয়ার কোন ক্ষতি হবে না"।
[তাহযীরুন্নাছ, পৃষ্ঠা-৩ ও ২৫, কৃত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাসেম নানুতভী]

৯। "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেওবন্দের আলেমদের সাথে সম্পর্কের সুবাদে উর্দু শিখতে পেরেছেন"।
[বারাহীন-ই ক্বাতিয়াহ, পৃষ্ঠা-২৬, কৃত মৌং খলীল আহমদ আম্বেটভী দেওবন্দী]

১০। " নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সম্মান শুধু বড় ভাইয়ের মতই করা চাই"।
[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৫৮, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

১১। "আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমকক্ষ কোটি কোটি পয়দা করতে পারেন"।
[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-১৬, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

১২। "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরে মাটিতে মিশে গেছেন"।
[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৫৯, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

১৩। "নবী প্রতিটি মিথ্যা থেকে পবিত্র ও মাসুম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়"।
[তাসফিয়াতুল আক্বাইদ, পৃষ্ঠা-২৫, কৃত মৌং কাসেম নানুতভী]

১৪। "নবী রাসূল সবাই অকেজো"।
[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-২৯, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

১৫। "নবীর প্রশংসা শুধু মানুষের মতই করো; বরং তা অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত কর"।
[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৬১, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

১৬। "বড় মাখলুক অর্থাৎ নবী, আর ছোট মাখলুক অর্থাৎ অন্যসব বান্দা আল্লাহর শান বা মর্যাদার সামনে চামার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট"।
[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-১৪, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

১৭। "বড় অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর ছোট অর্থাৎ অন্যসব বান্দা বেখবর ও অজ্ঞ"।
[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৩, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

১৮। "নবীকে 'তাগুত' (শয়তান) বলা জায়েয"।
[তাফসীর-ই বুলগাতুল হায়রান, পৃষ্ঠা-৪৩, কৃত মৌং হুসাইন আলী ওয়াভচরান ওয়ালা]

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

১৯। "নবীর মর্যাদা উম্মতের মধ্যে গ্রামের চৌধুরী ও জমিদারের মত"।

[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৬১; কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

২০। "যার নাম মুহাম্মদ কিংবা আলী তিনি কোন কিছু করার ইখতিয়ার রাখেন না। নবী ও ওলী কিছুই করতে পারেন না"।

[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৪১, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

২১। "উম্মত বাহ্যিকভাবে আমলের মধ্যে নবী থেকেও বেড়ে যায়"।

[তাহযীরুন্নাছ, পৃষ্ঠা-৫, কৃত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাসেম নানুতভী]

২২। "দেওবন্দী মোল্লা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পুলসেরাত হতে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

[তাফসীর-ই বুলগাতুল হায়রান, পৃষ্ঠা-৪৩, কৃত মৌং হুসাইন আলী ওয়াভচরান ওয়ালা]

২৩। " লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রাসুলুল্লাহ' আর আল্লাহুম্মা সল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া নবীয়্যিনা আশরাফ আলী বলার মধ্যে সান্ত্বনা রয়েছে, কোন ক্ষতি নেই"।

[রিসালা-ই ইমদাদ, পৃষ্ঠা-৩৫, সফর-১৩৩৬ হিজরি সংখ্যা]

২৪। "মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা তেমনি, যেমন হিন্দুরা তাদের কানাইয়্যার জন্মদিন পালন করে"।

[বারাহীন-ই ক্বাতিয়াহ, পৃষ্ঠা-১৪৮, কৃত মৌং খলীল আহমদ আম্বেটভী দেওবন্দী]

২৫। "আল্লাহর সামনে সমস্ত নবী ও ওলী একটা নাপাক ফোঁটা অপেক্ষাও নগণ্য"।

[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৫৬, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

২৬। "নবীকে নিজের ভাই বলা দুরস্ত"।

[বারাহীন-ই ক্বাতিয়াহ, পৃষ্ঠা-৫৬, কৃত মৌং খলীল আহমদ আম্বেটভী দেওবন্দী]

২৭। "নবী ও ওলীকে আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দা জেনেও উকিল এবং সুপারিশকারী মনে করে এমন মুসলমান সাহায্যের জন্য আহ্বানকারী ও নযর-নিয়াযকারী মুসলমান, আর কাফির আবু জাহল-শির্কের মধ্যে সমান"।

[তাক্বভিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৭-২৭, কৃত মৌং ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী]

২৮। "দরূদ-ই তাজ' অপছন্দনীয় এবং পাঠ করা নিষেধ"।

[ফযাইলে দরূদ শরীফ, পৃষ্ঠা-৯২, ফাযাইলে আমল তথা তাবলীগী নেসাব থেকে পৃথক্কৃত]

২৯। মীলাদ শরীফ, মি'রাজ শরীফ, ওরস শরীফ, খতম শরীফ, চেহলামে ফাতিহাখানি এবং ঈসালে সাওয়াব-সবই নাজায়েয, ভুল প্রথা, বিদ'আত এবং কাফির ও হিন্দুদের প্রথা"।

[ফতোয়া-ই রশীদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৩-৯৪, কৃত মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী]

৩০। "প্রসিদ্ধ কাক খাওয়া সাওয়াব"।

[ফতোয়া-ই রশীদিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩০, কৃত মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী]

৩১। "হিন্দুদের হোলী-দেওয়ালীর প্রসাদ ইত্যাদি জায়েয"।

[ফতোয়া-ই রশীদিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩২, কৃত মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী]

৩২। "ভাঙ্গী-চামারের ঘরের রুটি ইত্যাদির মধ্যে কোন দোষ নেই, যদি পাক হয়"।

[ফতোয়া-ই রশীদিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩০, কৃত মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী]

৩৩। "হিন্দুদের সুদী টাকায় উপার্জিত অর্থে কূপ বা নলকূপের পানি পান করা জায়েয"।

[ফতোয়া-ই রশীদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৩-১১৪, কৃত মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী]

না'ঊযু বিল্লাহ, সুম্মা না'ঊযু বিল্লাহ মিনহা।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, তাবলীগ জামাতের আক্বীদা ও আমল দেওবন্দী-ওহাবীদের আক্বীদা ও আমলের সাথে মোটেই বিরোধপূর্ণ নয়, বরং এক ও অভিন্ন।

এসব আক্বিদা ও আমলকে তাবলীগ জামাত তার ছয় উসূলের মাধ্যমে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৎপর। টঙ্গীর ইজতিমার প্রধান লক্ষ্যও এটাকে আরো ব্যাপক করা।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

২০০৬ সালের তাবলীগী ইজতিমার খবরে প্রকাশ "ইজতিমা প্যান্ডেলের উত্তর দিকে স্থাপিত তাশকীলের কামরায় নতুন করে বিভিন্ন মেয়াদের চিল্লায় তালিকাভুক্ত মুসল্লীদের স্থান দেওয়া হয়েছে। তালিকাভুক্ত জামাতীদের বিভিন্ন খেত্তা থেকে তাশকীলের কামরায় আনা হয় এবং জামাতবন্দী করা হয়। তালিকাভুক্ত হয়েছেন (২য় দিনে) প্রায় ছয় হাজার। চূড়ান্তভাবে এলাকা ভাগ করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এসব মুসল্লীকে কাকরাইল মসজিদ থেকে জামাতবন্দী করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে পাঠানো হবে"।

[দৈনিক পূর্বকোণ, ২৯ জানুয়ারী ২০০৬ সংখ্যা]

সুতরাং তাবলীগ ও তাদের ইজতিমা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি মনযোগ দেওয়া জরুরি মনে করি-

প্রথমতঃ যে কোন আমল ক্ববুল হবার পূর্বশর্ত হচ্ছে বিশুদ্ধ আক্বীদা। আর এ বিশুদ্ধ আক্বীদা হচ্ছে একমাত্র 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর আক্বাইদ। ভ্রান্ত আক্বাইদ পোষণ করলে কোন আমলই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা হচ্ছে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর মতদর্শ। কিন্তু উক্ত ওহাবী-দেওবন্দী-তাবলীগীদের আক্বীদাগুলো 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুতঃ তাদের আক্বীদা ও আমল ওই খারেজী মতবাদেরই অনুরূপ, যারা পবিত্র হাদিসের ভাষায়, ইসলামী নামের ভ্রান্ত ৭২ বাহাত্তর দলের মধ্যে সর্বপ্রথম দল। *[সিহাহ ও শরহে মাওয়াক্বিফ ইত্যাদি]*

তৃতীয়তঃ ওহাবী-তাবলীগপন্থী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ সরকারের অধীনে পরিচালিত 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর পাঠ্যক্রম অনুসরণ করেনা, তারা অনুসরণ করে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসার পাঠ্যক্রম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। *[দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত ক্রোড়পত্র]*

উল্লেখ্য, আহলে হাদীসের ড. গালিব, শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দীকুর রহমান বাংলাভাই প্রমুখ এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত তাদের সংগঠনগুলোর সদস্যরা হয়তো এসব খারেজী মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, নতুবা তাবলীগপন্থী। (বিটিভিতে প্রচারিত 'অনুতাপ'কারীদের কেউ কেউ স্বীকারও করেছে যে, তারা তাবলীগপন্থী)।

তাছাড়া, 'আহলে হাদীস' সম্প্রদায়টি মূলতঃ ওহাবীদেরই একটি অংশ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আহলে হাদীসের লোকেরা মাযহাব মানেনা। অন্যান্য আক্বীদা ও আমল প্রায় এক ও অভিন্ন। সুতরাং তাবলীগ জামাতের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে প্রকারান্তরে ওই সব ধর্মের নামে বিশৃঙ্খলাবাদীদের ক্ষমতাবৃদ্ধির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেবার মত নয়।

চতুর্থতঃ এদেশে সুন্নী মুসলমানই সংখ্যাগরিষ্ঠ, ওহাবীরা নয়। কিন্তু এসব ওহাবী-ক্বওমী-তাবলীগীরা সংখ্যালঘু সুলভ ঐক্য, বাহ্যিক বেশ-ভূষা, জমাতবন্দিতা ও সুচতুরতা, সর্বোপরি একই মতবাদী বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতা (যেমন- বর্তমান সৌদিয়া প্রভাবিত আরবীয়রা) এবং অব্যাহত কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের বলে প্রদর্শণ করে আসছে। এরই পরম্পরায় এরা প্রাগ-একাত্তরকালীন সময়ে পাকিস্তানী হানাদারদের ছত্রছায়ায় কোন্ ভুমিকায় ছিল তা হয়তো দেশবাসী বিভিন্ন কারণে ভুলে যাচ্ছে বিগত জোট সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের সুবাদে তারাই সুন্নী মুসলমানদের উপর নানাভাবে আঘাত হানতে আরম্ভ করেছিল বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। হযরত শাহ্ জালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযারে ওরসে মুনাজাত চলাকালে বোমা মেরে যা-ইরীন হত্যা, ওই মাযার এবং চট্টগ্রামের হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযারের পুকুরে বিষ প্রয়োজ করে মাছ ইত্যাদি হত্যা করা এরই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বৈ-কি। (তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে এখনো জানা যায়নি)।

পঞ্চমতঃ 'তাবলীগী ইজতিমা'র এ কয়েক বছরের জমায়েতকে তারা মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী জমায়েত বলে চমক লাগাতে চাচ্ছে। অথচ পাকিস্তানের মুলতানে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত সুন্নী তাবলীগ 'দাওয়াহ-ই ইসলামী'র জমায়েত এটার চেয়ে বড় বলে জানা গেছে। সে দেশের

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

কোন কোন পত্রিকা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষায় প্রতি বছর সেখানে প্রায় ৪৫ লক্ষাধিক মুসলমানের জমায়েত হয় বলে জানা যায়; যদিও পাকিস্তানে সরকার কিংবা খোদ 'দাওয়াত-ই ইসলামী'র (সবুজ পাগড়িধারী সুন্নী তাবলীগ জামায়াত) পক্ষ থেকে সেটার ব্যাপকভাবে প্রচারটুকুও করা হয় না।

ষষ্ঠতঃ বিশ্বের কয়েকটা দেশের নিছক ওহাবী-তাবলীগীদের কিছু লোকের উপস্থিতির কারণে এ ইজতিমাকে 'বিশ্ব ইজতিমা'. 'হজ্বতুল্য জমায়েত' ইত্যাদি বলার পক্ষে যুক্তি অগ্রহণযোগ্য। দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী খাঁটি সুন্নী, নবী-ওলীগণের প্রকৃত আশেক-ভক্ত, সুন্নী পীর-মাশাইখ ও তাঁদের ভক্ত-মুরীদান এবং মাযারভক্ত মুসলমানরা এ তাবলীগ জমাত এবং ওহাবী-খারেজীদেরকে তাদের জঘন্য আক্বীদা ও কর্মকাণ্ডের কারণে মোটেই পছন্দ করেন না; বরং মানুষের ঈমান-আক্বীদা, এমনকি বিভিন্ন কারণে দেশ ও জাতির শান্তি-সমৃদ্ধির পথে হুমকি মনে করেন তা সরেযমীনে তদন্ত বা জরীপ চালালে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে। তদুপরি, একটি সুন্নী মতাদর্শ বিরোধী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডকে ক্রমশঃ দেশের জাতীয় কর্মসূচীতে পরিণত করার মত বদান্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করার ফলে ক্ষমতাসীন সরকার দেশের বৃহত্তম সুন্নী জনগোষ্ঠীর বিরগভাজন হচ্ছে কিনা তাও সরকারের ভেবে দেখা দরকার। কারণ, এ তাবলীগী-ওহাবীদের উত্থানকে দেশের সুন্নী মুসলমানগণ এক অশুভ সঙ্কেত বলে মনে করেন। এ সঙ্কেত কখনো বাস্তবরূপ ধারণ করলে তা কারো জন্য মঙ্গলময় হবে না বলা যায়। বিভিন্ন যুক্তির ভিত্তিতে ওই টঙ্গীতে ইজতিমাস্থলকে সব মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য কোন কোন মহল দাবী তুলেছেন বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এভাবে তারা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করতে গিয়ে একতরফাভাবে এমনি প্রচারণা চালিয়ে এসেছে যে, এখন তাদের আসল পরিচয় তুলে ধরলে অনেকের নিকটই অবিশ্বাস্য মনে হবে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, এমন জামাত ও জামাতের মুরব্বীদের এ ধরনের জঘন্য আক্বীদা থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তাবলীগ জামাতের প্রষ্ঠাতা মৌং ইলিয়াসের শিক্ষাগুরু ও অনুকরণীয় বুযুর্গ এবং উপমহাদেশে গোটা ওহাবী সম্প্রদায়ের নিকট বরণীয় ব্যক্তি, তাদের হাকীমুল উম্মত মৌং আশরাফ আলী থানভী সাহেবের কথা ধরুন। ওহাবীরা প্রচার করেছে, তিনি বড় বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তার নামে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন। বহু কিতাব-পত্রও তিনি লিখেছেন। কিন্তু যখনই বলা হবে যে, তিনি তার লিখিত 'হিফযুল ঈমান'-এ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞানকে জানোয়ার, পাগল ও শিশুদের জ্ঞানের সাথে তুলনা করে কুফরী করেছেন, তাকে আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হেরমাঈন-শরীফাঈনের ৩৩ জন আলিম তার এবং আরো কয়েকজন দেওবন্দী আলিমের কুফর প্রমাণিত করে এ ফতোয়া জারী করা সত্ত্বেও তিনি তার কুফরী বাক্যকে প্রত্যাহার করে ঈমানের পথ অবলম্বন করেননি, বরং তার মৃত্যুর পর দেওবন্দী-ওহাবীরাও তার ভুল স্বীকার করেননি, তখন হয়তো অনেকে আঁতকে ওঠবেন, আর দেওবন্দী ভাবধারার ওহাবী-তাবলীগীরা বলে বেড়াবেন সুন্নীরা তাদের মুরুব্বীকে কাফের বলছেন ইত্যাদি।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ওহাবী-তাবলীগী-দেওবন্দীরা তাদের মুরব্বদীদের কুফরীকেও মেনে নিয়ে তাদের পক্ষে প্রচারণা চালানোর যতই বাহ্যিক চাকচিক্যপূর্ণ আয়োজন করুক না কেন, উপমহাদেশের সুন্নী মুসলমানগণ তাদের মিষ্টি কথায় ভুলেনি, ভুলবেও না; বরং তাদের ও তাদের মুরব্বীদের কুফরী ও গোমরাহীপূর্ণ আক্বীদাগুলো প্রত্যাহার করে নিয়ে তাওবা-পূর্বক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ অবলম্বন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে কোনরূপ আপোস করবেন না, করতেও পারেন না। আর এ জন্য কোন বিবেকবান মানুষ সুন্নীদেরকে দায়ীও করবেন না। কারণ, ধর্মে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য ওই ওহাবী-দেওবন্দীরাই

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

দায়ী, সুন্নীরা নয়। সুন্নীগণ এ ক্ষেত্রে তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করেন মাত্র।

সপ্তমতঃ প্রসঙ্গতঃ সচেতন সুন্নী কর্ণধারবৃন্দের ঈমানী দায়িত্ব পালন ও দেওবন্দী-ওহাবীদের হঠকারিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করার প্রয়াস পেলাম। ভারতে ওহাবী মতবাদ প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর বিতর্কিত পুস্তক 'কিতাবুত তাওহীদ' এর ভাবানুবাদ 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান' প্রকাশ করে বিশেষতঃ 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমকক্ষ থাকা সম্ভব বলে প্রচার করে 'খাতামুন্নাবিয়্যিন' ইত্যাদি গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত আরো কেউ আত্মপ্রকাশ করাও সম্ভব বলে ফেললো, তখন আহলে সুন্নাতের ওলামা-ই কেরাম বিশেষ করে 'খাতেমুল হুকামা' আল্লামা মুহাম্মদ ফযলে হক খায়রবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের ওই ভুল ও ঈমানবিধ্বংসী দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন করেছেন লিখিত ও মৌখিকভাবে। তবুও না ইসমাঈল দেহলভী তার কথা প্রত্যাহার করেছে, না ওহাবীরা এই ইসমাঈল দেহলভীকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তাছাড়া মীর্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী ভণ্ড নবূয়্যতের দাবিদার হয়ে মুরতাদ হল। মুসলমানরা একবাক্যে তাকে ধিক্কার দিল। এ দেশের সুন্নীদের সাথে ওহাবীরাও তাকে কাফির-মুরতাদ বলার ক্ষেত্রে সুর মিলালো। তারা সেটাকে রাজনৈতিক ইস্যু করে ক্বাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা করার দাবিও করেছে। অথচ ইতোপূর্বে তাদেরই মুরব্বী, দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাসেম নানুতভী কোরআনী আয়াতের 'খাতাম' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে 'আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে কোন নবী আসলে নবীজীর শেষনবী হবার মধ্যে অসুবিধা নেই' বলে ফতোয়া দিয়ে ওই গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর জন্য পথ খুলে দিয়েছেন। দেওবন্দী মুফতী মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী 'আল্লাহর পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব' বলে ফতোয়া দেন। মৌং খলীল আহমদ আম্বেটভী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্ঞানকে পশু-শিশু ও পাগলের জ্ঞানের সাথে তুলনা করেছেন। বস্তুতঃ এসব মন্তব্য যে, যথাক্রমে আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের শানে জঘন্য বেআদবী হবার কারণে নিশ্চিত 'কুফর'-তা বিবেকবান মাত্রই বলতে পারে।

ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, শাহ-ই বেরেলী ইমাম আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের ওই সব মন্তব্য ও আক্বীদা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। শতাধিক বিষয়ের বিশারদ, সহস্রাধিক গ্রন্থ পুস্তকের রচয়িতা, অদ্বিতীয় ফিক্বহশাস্ত্রবিদ আ'লা হযরতের দৃষ্টিতেও ওই সব মন্তব্য নিশ্চিত 'কুফর' বলে সাব্যস্ত হলে তিনি প্রত্যেকের নিকট জবাব চেয়ে চিঠি লিখেছেন। দীর্ঘদিন তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোনরূপ জবাব কিংবা অনুশোচনা-প্রত্যাহারের মনোভাব না পেয়ে, বরং হঠকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ১৩২০ হিজরিতে 'আল-মু'তামাদ আল-মুস্তাক্বাদ' প্রণয়ন করে- মীর্যা ক্বাদিয়ানী, মৌং কাসেম নানুতভী, মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌং খলীল আহমদ আম্বেটভী এবং মৌং আশরাফ আলী থানভীর উপর, ওই সব মন্তব্যের ভিত্তিতে কুফরের ফতোয়া আরোপ করলেন। *(এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হয়- 'আল-মু'তামাদ আল-মুস্তানাদ' নামে)।*

অষ্ঠমতঃ সর্বোপরি টঙ্গীর ইজতিমার সফর করে যাওয়া তাদের মুরব্বীদের ফতোয়া অনুযায়ীও হারাম এবং অবৈধ। কারণ, 'তাবলীগ জামাত'-

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

এর উৎসপুরুষ হলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী। এ ইবনে আব্দুল ওহাবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরু হলেন ইবনে তাইমিয়্যাহ। দেওবন্দী আমিরগণও ইবনে তাইমিয়্যার চিন্ত াধারার সমর্থক। ইবনে তাইমিয়্যার মতে,তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও এমনকি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। তারই অনুসরণে মৌং আব্দুর রহীম ওহাবী তার 'সুন্নাত ও বিদআত'-এর মধ্যে লিখেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবেনা, যেতে চাইলে মসজিদে নববীর যিয়ারত বা তাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই যেতে হবে। ওহাবীপন্থী যেমন- মি. মওদূদী-ওহাবী প্রমুখ খাজা গরীবে নাওয়ায ও হযরত সালার-ই মাস'ঊদের মাযারে যাওয়াকে জঘন্য পাপ বলে ফতোয়া দিয়েছে। অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা-ই পাকের যিয়ারত সম্পর্কে হাদীস শরীফে বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, পবিত্র ক্বোরআনে নবীজীর দরবারে যাওয়ার মহা উপকার এরশাদ হচ্ছে। বিশ্বের ইমামগণ পর্যন্ত নবীপাক এবং ওলীগণের রওযা ও মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন। কিন্তু টঙ্গীর উদ্দেশ্যে সফর করার, তাতে হাজ্বীদের মত অবস্থান করার এবং তাদের চিল্লাগুলোয় যোগদান করে জামাতবন্দী হয়ে ওহাবিয়্যাত প্রচার করার পক্ষে শরীয়তের কোন প্রমাণ তো নেইই; বরং উল্টো তাদের মুরব্বীদের ফতোয়া কঠোরভাবে নিষেধই পাওয়া যায়। সহীহ হাদীস শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "ইয়া-কুম ওয়া ইয়া-হুম" (তোমরা তাদের কাছে যেওনা, তাদেরকে তোমাদের কাছে আসতে দিও না)। অথচ এ ইজতিমা আসলে তাবলীগীরা তো আছেই, তাদের সঙ্গে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ জরুরি কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে ওদিকে ধাবিত হয়। অফিস-আদালত, এমনকি হাসপাতাল-ক্লিনিকের কাজ-কর্ম পর্যন্ত ব্যাহত হয়। সরকারকে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাদেরকে সামাল দিতে। রেল কর্তৃপক্ষ ঠিকমত ভাড়া পায় কিনা তাও সন্দেহপূর্ণ।

পরিশেষে, কারো নিছক বাহ্যিক অবস্থা দেখে ভুলে না গিয়ে তার মূল ও প্রকৃত অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে পা বাড়ানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায়, মহাক্ষতির সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হল যে, তাবলীগ জামাত ও তাদের ইজতিমার বাহ্যিকরূপ যা'-ই হোক না কেন, তাদের মূল হচ্ছে ওহাবী-খারেজীর মতবাদ অনুসরণ। তাদের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এ দেশে ওহাবী মতবাদ প্রচার করা। এ মতবাদ সুন্নী মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তাদের ইজতিমা ও মুনাজাতেরও কোন গুরুত্ব নেই। ইসলামে তাবলীগ বা অমুসলমানদের নিকট ধর্মপ্রচার এবং তা'লীম বা দ্বীনের বিষয়াদির শিক্ষাদানের গুরুত্ব আছে। সুতরাং এ তাবলীগ ও তা'লীমের প্রসার উভয় জগতের কল্যাণ বয়ে আনবে যদি ইসলামের সঠিক রূপরেখার (সুন্নী মতাদর্শের) প্রচারণা ও শিক্ষা দেওয়া হয়। সুখের বিষয় যে, মাওলানা ইলিয়াস 'আত্ত্বার ক্বাদেরী রেজভী সাহেব 'দাওয়াত-ই ইসলামী' প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের এ চাহিদা পূরণ করেছেন। সবুজ পাগড়ী তাদের বিশেষ চিহ্ন। সুন্নাতের অনুসরণ তাঁদের ভূষণ। তাই, এ ক্ষেত্রে 'দাওয়াত-ই ইসলামী' হচ্ছে যথার্থ বিকল্প। আসুন! আমরা যেন সবসময় সুন্নী মতাদর্শের উপরই অটল থাকতে পারি। আল্লাহ পাক তাওফীক্ব দিন' আ-মী-ন্।

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

জশনে জুলুস ঃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

সকল হামদ মহীয়ান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের, যিনি তাঁর প্রিয় হাবীব রাহমাতুল্লীল আলামীনকে প্রেরণ করে গোটা বিশ্ববাসীকে ধন্য করেছেন, কুল কায়েনাতকে আলোকিত করেছেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে বিশ্বমানবতার ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করেছেন। সেই সর্বোত্তম নেয়ামত ও রহমত রাসূলে আরাবীর শুভাগমনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্মারক জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন বিধাতার আনুগত্যের নামান্তর। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু মহলের এ নিয়ে রয়েছে নানাবিধ বিভান্ত। তাই বিভ্রান্তির অপনোদনে সত্যান্বেষীদের জ্ঞাতার্থে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

রযজান মাসকে যেরূপ আল্লাহ পাক কুরআন অবতরণের মাস হিসেবে মহিমান্বিত ও মর্যাদামন্ডিত করেছেন এবং অপরাপর মাস সমূহের উপর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, অনুরূপভাবে ছাহেবে কুরআন, নবীয়ে দোজাহানের শুভাগমনের মাস হিসেবে পবিত্র রবিউল আউয়াল সমুন্নত শান ও মান মর্যাদার মহিমায় সমুজ্বল, নিঃসন্দেহে প্রিয় নবীর আবির্ভাব ও তিরোধানের স্মৃতি বিজড়িত মাস হিসেবে এ মাস মুসলিম মিল্লাতের তরে ঐতিহাসিক ভাবে স্মরণীয়।

প্রত্যেক বস্তু, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় এক নয় ঃ

বিভিন্ন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার স্তর বিভিন্নরূপ। প্রতিটি মাসের যেরূপ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্বের এক একটি বিশেষ দিক রয়েছে অনুরূপভাবে প্রতিটি শহর বন্দর অঞ্চল এবং প্রতিটি দিন আপন আপন স্বতন্ত্র গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান।

আল্লাহ পাক এক জাতিকে অন্য জাতির উপর, একদিনকে অন্য দিনের উপর এক মাসকে অন্য মাসের উপর এক বৎসরকে অন্য বৎসরের উপর এক ঘন্টা ও মুহূর্তকে অপর ঘন্টা ও মুহূর্তের উপর পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন কারণে নানা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন। যেমন নবীদের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন, আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে- تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض- অর্থাৎ- আমি ও এ রাসূলগণের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছি। (পারা-৩, সুরা বাকারা, রুকু-২৩)।

অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত আয়াতে রমজান মাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বর্ণিত হয়েছে। شهر رمضان الذى انزل فيه القران- অর্থাৎ- রজমান সেই মাস, যে মাসে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সুরা বাকারা ২৩)

অতঃপর লায়লাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদরকে বৎসরের অন্য সকল রাত্রির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দানের কারণ আল কুরআনের অবতরণ। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে-

انا انزلناه فى ليلة القدر- অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনকে ক্বদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি। (সুরা ক্বদর ৩ নং আয়াত)। কখনো আল্লাহ পাক পবিত্র নগরী মক্কা শরীফের শপথ করেছেন। অপরাপর আরো অসংখ্য পবিত্র স্থান নিদর্শনাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ শহরের শপথের একমাত্র কারণ হল এতে প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন। যার কারণে এ শহর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত। এরশাদ হয়েছে-

لاقسم بهاذا البلد وانت حل بهاذا البلد- অর্থাৎ- এ পবিত্র নগরী মক্কার শপথ করছি! কেননা হে মাহবুব! আপনি এই শহরে অবস্থান করেছেন। অনুরূপ ভাবে ঈমান, ইসলাম, খোদভীতি, নবী প্রেম, ইত্যাদি গুনাবলীর কারণে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের তুলনায় সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। এরশাদ হয়েছে- *"ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম"*। অর্থাৎ-

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

নিশ্চই তোমাদের মধ্যে যিনি অধিক খোদাভীরু সে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। সুতরাং উপরোক্ত আয়াত সমূহের আলোকে প্রতীয়মান হলো, আল্লাহ পাক বিশেষ কারণ, প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে ভুষিত করেন।

কালামুল্লাহ শ্রেষ্ঠ, না আল্লাহর প্রিয় মাহবুব শ্রেষ্ঠঃ

আল কুরআন আল্লাহর পবিত্র কালাম ও চিরন্তন বাণী হেতু সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে সর্বাগ্রে একক সমুন্নত মহিমায় ভাস্বর নিঃসন্দেহে উক্ত গ্রন্থের অবতরণ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ এবং আমাদের উপর তার সুমহান কৃপা, যার প্রতিটি বর্ণ অক্ষর, শব্দমালা, আদ্যোপান্ত নির্ভেজাল ত্রুটিমুক্ত, আজো অবিকৃতরূপে শাশ্বত অক্ষত, লক্ষ লক্ষ হাফেজে কুরআনের বক্ষে সংরক্ষিত। এ কুরআন বিভ্রান্ত দিশেহারা পথভ্রষ্ঠ মানবজাতির জন্য মুক্তির দিশারী, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি, সব সমস্যার সমাধান সব জিজ্ঞাসার জবাব সম্বলিত ঐশীগ্রন্থ হিসেবে অদ্বিতীয় মানবতার মুক্তির সনদ। যে কুরআনের আদর্শ অনুসরণে মানবজাতি জ্ঞানে গুনে, প্রজ্ঞায়, বিদ্যায়, নেতৃত্বে, কর্তৃত্বে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, যে কুরআনের ধারক বাহক, ছাহেবে কুরআন রহমতে দোজাহান, রাহমাতুল্লীল আলামীন নবী করিম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর মাধ্যমে এ বিশাল ঐশীগ্রন্থ লাভে আমরা ধন্য ও গৌরবান্বিত, কুরআনের আলোকে যিনি কুল কায়েনাত কে আলোকিত করেছেন, যাঁর পবিত্র অন্তঃ করণ অসীম সত্ত্বার পবিত্র বানী ধারণ করেছেন, যিনি আপাদ মস্তক চরিত্রে, আদর্শে শৌর্যে বীর্যে কুরআনে প্রতিবিম্ব, যাঁর পবিত্র জীবনাদর্শে শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তব মডেল তিনি যে কালামুল্লাহ, থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত এতে কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে?

শবে ক্বদর উত্তম না শবে মিলাদে রসূল উত্তম ঃ

যে মহান ব্যক্তিত্বে সমুন্নত মর্যাদাও উত্তম গুনাবলীর আলোচনা সম্বলিত ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন অবতরনে রমজানের এত ব্যাপক ফজীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত, যে মাসের একটি মাত্র রাত্রি রবিউল আউয়াল মাসের সম্মান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপ হবে তা ভাবার বিষয় আল্লাহর বানী ليلة القدر خير من الف شهر- অর্থাৎ- ক্বদরের রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে অতি উত্তম। পূন্যময় রজনী শবে ক্বদরের একটি মাত্র রাত্রি যদি হাজার মাসের চেয়ে অতি উত্তম প্রমাণিত হয় তাহলে ইমামুল আম্বিয়া, সায়্যিদুল মুরসালিন, ছরওয়ারে কায়েনাত, সৃষ্টিকুলের প্রাণ। ঈমানের প্রাণ, রহমতে আলম, নূরে মোজাচ্ছম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের মাস এবং দিবস যে সহস্র গুন অধিক শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হবে, তা উজ্জল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। যার কৃপায় মানব, দানব, আকাশ বাতাস, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র কুল কায়েনাত সৃজিত সেই রাসূলে আরাবীর শুভাগমন দিবস সর্বাধিক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

কুরআন অবতরণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ওয়াজিব ঃ

মুসলিম মিল্লাতের জীবন বিধান হিসেবে প্রিয় নবীর উপর আল কুরআনের অবতরণ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে জগৎবাসীর উপর মহান নেয়ামত ও অনুগ্রহ স্বরূপ। এ নেয়ামত ও অনুগ্রহের যথার্থ শুকরিয়া আদায় কৃতজ্ঞতার নামান্তর যা ঈমানের দাবী ও বটে। কুরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, কুরআনের আদর্শ যথার্থরূপে অনুসরণ ও এর সঠিক বাস্তবায়ন কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক, কিন্তু নেয়ামতে কুরআনের শুকরিয়া আদায় ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত ছাহেবে কুরআনের শুভাগমনে খুশী উদযাপন ও শরীয়ত সম্মত আনন্দ প্রকাশ না করবে। যে মহান রাসুলের ওসীলায় কুরআন অবতীর্ণ সে রাসুলের শুভাগমন দিবসে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কুরআনের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেন আবশ্যক ঃ

আল্লাহ পাক বান্দার কল্যানার্থে অসংখ্য নেয়ামতরাজি দান করেছেন, সকল নেয়ামতের

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহধামে শুভাগমনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির উপায়, পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক বলেন-

"লায়ীন শাকারতুম লা আজী দান্নাকুম ওয়ালা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবী লাশাদীদ" অর্থাৎ- যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর আমি অবশ্যই নেয়ামত বৃদ্ধি করে দিব, আর যদি কুফরী কর নিশ্চই আমার শাস্তি সুকঠিন। (সুরা ইব্রাহীম ৭ নং আয়াত)। এতে প্রতীয়মান হলো, পার্থিব জীবনে এর উপকারীতা হলো নেয়ামত আরো বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আর অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতার পরিনাম স্বরূপ পরকালে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপকারিতা ঃ

স্রষ্টা প্রদত্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর স্মরণে অথবা খোদা প্রদত্ত নেয়ামত লাভের দিন সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উদযাপন করা। এদিনে স্মরণ সভা, আলোচনা সভা, সেমিনার, কুরআন খানি, দোয়া মাহফিল, মিলাদ মাহফিল, ইত্যাদি অনুষ্ঠান উদযাপনের মধ্যে দিয়ে উক্ত স্মরণীয় দিবসের ইতিহাস গুরুত্ব তাৎপর্য তুলে ধরার মধ্যে বিবিধ উপকার ও কল্যান নিহিত রয়েছে। এসব অনুষ্ঠাণের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ একদিকে ধর্মীয় দিবসের তাৎপর্য ও প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবনে এবং এ আদর্শের যথার্থ অনুসরণ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে একটি আদর্শ শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মানে সক্ষম হবে, অপরদিকে এসবে কর্মসূচী পালনের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর প্রকৃত ইতিহাস জানার ও সংরক্ষণের সুযোগ পাবে। এভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। আর যদি আমরা এ সব স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিবস সমূহকে ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তা একদিন ক্রমান্বয়ে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে এবং অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধররা একদিন বেমালুম ভুলে যাবে। সুতরাং যারা কুরআন, সুন্নাহ এজমা কিয়াসের আলোকে চূড়ান্তরূপে স্বীকৃতি ও বৈধতা প্রমাণিত এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকে বিরত রাখতে ফতোয়াবাজী করে, এবং জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি নাজায়েজ ও বিদয়াত, বিদয়াত, বলে প্রলাপ শুরু করে, তারা প্রকৃত পক্ষে ইসলামের উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় দিবস সমূহের ইতিহাস পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চায়, তারা আল্লাহর নূরকে নিভাতে চায় কিন্তু আল্লাহ স্বীয় নূরকে পূর্ণতা দান করবেন।

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, তেলাওয়াতে কুরআন, দরসে হাদীস, ফরজ ইবাদত সমূহ ছাড়া ও নফল ইবাদত সমূহ আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া তথা কৃতজ্ঞতা আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা। এছাড়া আল্লাহর পথে মুক্ত হস্তে দান করা, অসহায় দুঃস্থ মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসা, অনাথ এতিমদের লালন পালন, দুঃস্থ বেকারদের পূণর্বাসন সমাজ সেবা মূলক কার্যের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, ইত্যাদি কার্যাদি আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিচায়ক।

নেয়ামত লাভে খুশী উদযাপন ঃ

আল্লাহর নিয়ামত ও রহমত লাভে খুশী উদযাপন ও শরীয়ত সম্মত উপায়ে আনন্দ প্রকাশ বিধাতার নির্দেশের আনুগত্য বৈকি? পক্ষান্তরে এর বিরোধিতা কুফরীর নামান্তর। রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فاليفرحوا- هو خير مما يجمعون-

অর্থাৎ- হে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলে দিন তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত প্রাপ্তিতে খুশী উদযাপন করে। উক্ত খুশী ও আনন্দ তাদের সমুদয় সঞ্চয় থেকে অতি উত্তম।

আয়াতে বর্ণিত 'ফাদল ও রহমত, দ্বারা নবী করিম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

হয়েছে, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-
"ওয়া লাউলা ফাদলুল্লাহি আলাইকুম ওয়ারাহমাতুহু লাত্তাবা আতুমুশ শায়তানা, ইল্লা কালীলান"।
অর্থাৎ- যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তোমাদের উপর না হতো, তোমাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া সকলেই শয়তানের অনুসরণ করতে অধিকাংশ তাফসীরকার আয়াতে বর্ণিত, 'ফাদল ও রহমত' দ্বারা নবী করিম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্ত্বাকে বুঝিয়েছেন। যেহেতু প্রিয়নবীর শুভাগমন জগৎবাসীর প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে বিভ্রান্ত মানব জাতি আলোর পথের সন্ধান পেয়েছেন, গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত দিক ভ্রম বনী আদম তাঁরই ওসীলায় আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মর্যাদা প্রাপ্ত। নির্যাতিত নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত, মানব গোষ্ঠীকে তিনি চির কল্যানকর **আদর্শের পথে আহ্বান করেছেন এবং সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং তাঁর আবির্ভাব উম্মতের জন্য কত বড় রহমত ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত তা বলার অপক্ষো রাখেনা।**

'ফাল ইয়াফরাহু' এর মর্মার্থ ঃ

আল্লাহর সর্বোত্তম নেয়ামত তথা নবী করিম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনে খুশী উদযাপন করা, আয়াতে বর্ণিত 'ফাল ইয়াফরাহু' এর স্থলে আল্লাহ পাক ফাল ইয়াসজুদু অর্থা- তেমারা সিজদার মাধ্যমে আমার ইবাদত কর, অথবা 'ফালইয়াবুদু' তোমরা আমার ইবাদত কর, অথবা ফাল ইয়ানফাকু' তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার পথে ব্যয় কর, একথা বলেননি। খুশী উদযাপনের নির্দিষ্ট কোন বিষয় উল্লেখ করেননি। আয়াতে নামাজ, রোযা, হজ্ব, জাকাত, দান সাদকা, ইত্যাদি পূন্যময় আমলের দ্বারা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, এ কথা বলেননি, পথ নির্দেশের অন্ত র্ভূক্ত, কিন্তু এসব আমল গুলো তো অপরাপর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পালনীয়। আল্লাহর প্রিয় মাহবুব তাজেদারে মদীনা ছরকারে দো আলমের শুভাগমনে খুশী উদয়াপনের বেলায় এসব গুলো তো পালনীয়, সাথে সাথে আরো যত প্রকার। শরীয়ত সমর্থিত খুশী উদযাপন, ও আনন্দ প্রকাশের বিষয় রয়েছে তা ও পালন করা প্রসঙ্গত এদিনে প্রিয় নবীর প্রতি হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম ভালবাসার সওগাত ও ভক্তির নজরানা সালাত সালাম, পরিবেশন জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা, সজ্জা, শোভাযাত্রা, তোরন নির্মাণ, মিষ্টান্ন বিতরণ, গরীব দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে খুশী উদযাপন করো।

শুভাগমনের মুহুর্তে অলৌকিক ঘটনাঃ

নবী করিম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব বলেন, যে রাত্রি নবী করিম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন করেছিলেন সে রাত্রি আমি ক্বাবা গৃহে ছিলাম, আমি দেখতে পেলাম ক্বাবাগৃহ মকামে ইব্রাহিমের দিকে সিজদাবনত এবং তকবীর সহকারে বলে উঠলো আজ আমাকে মুর্তির অভিশাপ থেকে পবিত্র কারী, রাসুলের শুভাগমন হয়েছে। সে মুহুর্তেই ক্বাবা গৃহে স্থাপিত সকল মুর্তিগুলো ভেঙ্গে পড়লো। আমি এসব অবলোকনে হতবাক হলাম এবং আমি ক্বাবার দেওয়াল থেকে কোন এক আহবান কারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, বলতে লাগল, আজ এমন প্রিয়নবী শুভাগমন করেছেন যার পবিত্র হস্তে যাবতীয় কুফরী বিনাশ হবে, যিনি ক্বাবা গৃহকে মুর্তিপূজা থেকে পবিত্র করবেন এবং প্রকৃত মাবুদ স্রষ্টার ইবাদতের নির্দেশ করবেন। (সীরাতে হালবীয়া ৪২ পৃষ্ঠা শাওয়াহেদুন নবুয়াত- ২৫ পৃষ্ঠা)।

মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিনে খুশী উদযাপনে বেঈমান ও উপকৃতঃ

আবু লাহাবের নাম না জানে এমন কে আছে, যার নিন্দায় কুরআন পাকের সুরা লাহাব অবতীর্ণ, মুসলিম মিল্লাতে যার নাম চরমভাবে ঘৃনিত, এমন একজন অভিশপ্ত কাফের পর্যন্ত প্রিয়নবীর আবির্ভাবে খুশী উদযাপন ও আনন্দ প্রকাশ করাতে উপকৃত হয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে, সুয়াইবা নামী আবু লাহাবের এক ক্রীতদাসী ছিল। প্রিয় নবীর আবির্ভাবের প্রাক্কালে আবু লাহাব তাকে বলল, যাও আমার ভাই আব্দুল্লাহর গৃহে গিয়ে তার বধুর সেবা যত্ন কর।

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

যখন নবী করিম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন করলেন, সুয়াইবা দৌড়ে এসে আবু লাহাবকে সংবাদ দিল, জনাব, আল্লাহ পাক আজ আপনার মরহুম ভাইয়ের গৃহে একজন পুত্র সন্তান দান করেছেন। আপন ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মের সংবাদ শুনামাত্রই আবু লাহাব এত বেশী আনন্দিত হল, মুহূর্তেই হাতের দুই আঙ্গুলীর দ্বারা ইশারা করে বলল, সুয়াইবা আজ আমি তেমাকে নবজাত শিশুর জন্মের আনন্দ প্রকাশে আযাদ করে দিলাম। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার পরিবারে কোন একজন তাকে স্বপ্ন যোগে মন্দ অবস্থায় দেখতে পেল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কিরূপ আছ? উত্তরে বলল, আমি ভীষণ আযাবে নিমজ্জিত, কখনো আযাব থেকে মুক্তি পাইনি, তবে সোমবার দিনে আমার আযাব হালকা করা হয়। যেহেতু এদিনে আমি নবী করিম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুসংবাদ শ্রবনে আমার ক্রীতদাসী সুয়াইবাকে আযাদ করে দিয়েছিলাম, এতে প্রতীয়মান হল, রাহমাতুল্লীল আলামীনের শুভাগমনের আনন্দ প্রকাশে কাফের যদি উপকৃত হয় তাহলে আমরা মুমীন মুসলমান হয়ে এ পুন্যময় আমল করলে আমাদের অবস্থা কিরূপ হবে ভেবে দেখুন।

কুরআন ও সুন্নাহর উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বৈধতা চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হল।

এখন জশনে জুলুছ-এর আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি

তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রের অনুসন্ধানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ জশনে জুলুছ, বের করার জন্য অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- সহীহ মুসলিম শরীফের কিতাবুজ যুহুদ ওয়াররকায়েক, অধ্যায়ে ৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা ত্যাগ করে মদীনা শরীফের প্রান্ত সীমানায় প্রবেশ করলেন তখন নবী প্রেমে আত্মোৎসর্গীত ছাহাবায়ে কেরাম এবং মদীনার আবাল, বৃদ্ধ বণিতা সকলেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে আসেন। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে "তখন মদীনার নারী পুরুষ ঘরের ছাদ সমূহের উপর আরোহন করেন, ছোট ছোট ছেলে ও ক্রীতদাসগণ মদীনার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়েন, সকলে সমবেত কণ্ঠে "ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন।

এ হাদীসের আলোকে 'নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্লোগান তোলার বৈধতাও সুস্পষ্ঠরূপে প্রমাণিত। উপরন্ত ছাহাবায়ে কেরামের জুলুছ বের করার প্রমাণ অত্র হাদীসে বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের সময় "সনীয়াতুল বিদা" নামক স্থান থেকে আনছার ছাহাবারা আল্লাহু আকবার, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্লোগান দিয়ে প্রিয় নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, প্রিয় নবীর জন্মক্ষনে ও মিরাজের ঐতিহাসিক রজনীতে ফিরিস্তাগণ তাঁর সম্মানার্থে জুলুছ বের করেছিলেন এছাড়া হিজরতের প্রাক্কালে মদীনার মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে "জাহরুল হারা, নামক স্থানে গমন জশনে জুলুছের এক অভ্রান্ত দলীল এবং সুদৃঢ় ভিত্তি। (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৫৪ পৃষ্ঠা) হাদীসের বর্ণনাতে প্রতি মুহূর্তে সত্তর হাজার নূরানী ফেরেস্তা মদিনা মনোয়ারায় পবিত্র রওজা শরীফের চতুর্দিক প্রদক্ষিন করছে এবং সালাত ও সালামের সওগাত ও নজরানা পেশ করছে। জশনে জুলুছের বৈধতা প্রমানে এটি ও এক নির্ভর যোগ্য সূত্র। এতে প্রতীয়মান হলো জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করা বিদয়াত নয় বরং সুন্নাতে ক্বাদীমার অন্তর্ভূক্ত এবং সর্বকালের প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ সর্বজন গ্রাহ্য পুন্যময় আমল, এর বিরোধিতা নবী বিদ্বেষের পরিচায়ক এর আয়োজন অংশ গ্রহন যথার্থ সম্মান প্রদর্শন ও নবী প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের জীবনাদর্শ অনুসরণে মুসলিম মিল্লাতের ঈমান আকিদা সংরক্ষনে এবং বাতিলতার স্বরূপ উন্মোচনে সর্বোপরি ইসলামের মূল স্রোত সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জশনে জুলুছের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আল্লাহ পাক, প্রিয় হাবীবের জীবনাদর্শ অনুসরণ করার তৌফিক নসীব করুন। আমিন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

SUNNI BERTA
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসুলাল্লাহ

পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও
অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রা.)-এর স্মরণে

সুন্নী মহাসম্মেলন'১৩

স্থান: কোর্টকাচারী প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
তারিখ: ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩, রোজ: বৃহস্পতিবার, সময়: বাদ আছর

সভাপতি: এ্যাডভোকেট কাজী মুহাম্মদ নজিবুল্লাহ হিরু

প্রধান অতিথি: আলহাজ্ব আল্লামা শামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক, ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

উদ্বোধক: ড. আজিজুর রহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট
প্রেসিডেন্ট, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

উক্ত মাহফিলে ওয়াজ করবেন দেশ বরেণ্য ওলামায়েকেরামগণ।

আয়োজনে: আশেকে আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রা.) পরিষদ, কোর্টকাচারী, ঢাকা।
প্রয়োজনে: ০১৭১৫৬৫৮৩২৮

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১২-২০১৩ ইং সেশনে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৪বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।
[২০১২ সালের পাশের হার ৯৮%]"

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন
অধ্যক্ষ

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

SUNNI BERTA

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com